জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মহাকাশ অভিযান

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশ অভিযান। টানা ৮ মাস মহাকাশে থাকবেন অনিল মেনন। চিকিৎসক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাড়ি দিলেন মহাকাশে। সঙ্গে থাকছেন রুশ নভোশ্চররা

ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কলকাতা, দিঘা-সহ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও সপ্তাহের শেষে ফের বর্ষা

সিবিএসই : তৃতীয় ভাষায় ফেল মিলবে না টেন-পাশ শংসাপত্র

ট্রলার ডুবল বকখালিতে উদ্ধার ১২ জন মৎস্যজীবী

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪৪ ● ১৫ জুলাই, ২০২৬ ● ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 44 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 15 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

২১ জুলাই পুলিশের মিথ্যাচার চিঠিতে কড়া জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : শহিদ দিবসের সভা কোথায় হবে সে নিয়ে বিজেপির নির্দেশে পুলিশের রাজনীতি অব্যাহত। এই নোংরা রাজনীতির কড়া জবাব দিয়েছেন তৃণমূলের পক্ষে সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক ডেরেক ও'ব্রায়েন। দলের দলের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লালবাজারের বৈঠকের পরেও পুলিশের আচরণ নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে তৃণমূলের পাঠানো চিঠিতে। কথা দিয়ে কথা না রাখা এবং মিথ্যাচারের অভিযোগ তৃণমূলের।

আলোচনার শুরুতেই পুলিশের তরফে বলা হয় আপনারা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করুন। স্পষ্ট বোঝা যায় আপনারা বিজেপি সরকারের কথারই প্রতিধ্বনি করছেন। তখনই

আপনাকে বলা হয়েছিল একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এমন অশোভন আচরণ আশা করা যায় না। আমরা সেদিন বুঝিয়ে ছিলাম একুশে জুলাইয়ের রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা। তিন দশক ধরে শহিদ দিবস পালন করা হচ্ছে। সচিত্র ভোটার কার্ডের দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন এবং পুলিশের গুলিতে শহিদদের স্মরণেই এই সভা। ফলে সভাস্থলের গুরুত্ব এখানে যথেষ্ট। সেই গুরুত্বকে যেভাবে পুলিশ উপেক্ষা করেছে তা কলকাতা পুলিশের মর্যাদার সঙ্গে যায় না। তৃণমূলের পক্ষে স্পষ্ট বলা হয়, শহিদ দিবসের সভাস্থল নিয়ে একই দাবি থাকছে। শহিদদের মর্যাদা রক্ষার জন্যই পুলিশের উচিত সহমত হওয়া।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিনগুলো

দিনগুলো যেন ঝরাপাতা
লেখায়-আঁকায়
লিপি রয়ে যায়।
এই তো শুরু
শেষ হয়ে যায়,
বয়ে যায় শুধু বেলা।
গুনতে বসলে
সংখ্যা বাড়ে
বাড়ে না কমার খেলা।
বয়স হল
সময় গেল
বলতে বলতেই শেষ।
এল গেল
সবই ফুরালো
দিনগুলো কাটল বেশ।

সোনমের পাশে নেত্রী

■ স্বৈরাচারী বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র-সহ বারবার পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লিতে চলছে ককরোচ পার্টির আন্দোলন। সেই আন্দোলনেই শরিক হয়েছেন সোনম। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিজেপির উদাসীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শুরু হয়েছে অনশন। চলছে টানা ১৮ দিন। ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে শরীর। উদ্বিগ্ন দেশ। উদ্বিগ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফোনে খবর নিলেন।

- **ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে মনোবল অটুট রাখার পরামর্শ দিলেন নেত্রী**
- **ওয়াংচুককে জানালেন ন্যায়ের লড়াইয়ে আমরা সকলে আপনার সঙ্গে রয়েছি। লড়াই হবে একসঙ্গে**
- **শিক্ষার্থীদের ন্যায় বিচারের দাবিতে সিজেপির আন্দোলনেও সংহতি প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
- **এর আগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ-সহ অন্যান্য দলের সাংসদরাও ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন সমর্থন করেছেন**

বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে এত তাড়াহুড়ো কেন
কোর্টের প্রশ্নে ফাঁপরে স্পিকার

প্রতিবেদন : বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে কেন এত তাড়াহুড়ো? হাইকোর্টে বিধানসভা অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল হাইকোর্ট। কোন পক্ষ আসল তৃণমূল আর কোনটি নয়, তা ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের আগেই স্পিকার বিরোধী দলনেতা ঠিক করে দিলেন! এটা কীভাবে সম্ভব? মঙ্গলবার সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের আবেদন খারিজ করে দেন।

তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন ওঠে। তা সত্ত্বেও স্পিকারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল

বেঞ্চ। বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মামলা দায়ের করেছিলেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শুনানি শেষে রায়দানে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেননি বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। পরে সিঙ্গল বেঞ্চের এই (এরপর ৬ পাতায়)

নিরপেক্ষ! নয়া কমিশনে পছন্দের লোক বসিয়ে তৃণমূলকে হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র

প্রতিবেদন : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কমিশন গঠন করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু কমিশনের কার্যপরিধি ঘোষণার পরই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগই খতিয়ে দেখবে কমিশন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তার আগের দীর্ঘ বাম আমলের অভিযোগগুলি তদন্তের বাইরে রাখা হল কেন? সমালোচকদের দাবি,

বাম জমানার তদন্ত হবে না বিজেপি তাদের সাধু বলছে!

তদন্তের সময়সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলের অভিযোগই কমিশনের আওতায় আসে। তাঁদের প্রশ্ন, যদি উদ্দেশ্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সামগ্রিক তদন্ত হয়, তা হলে সময়সীমা ২০১১ সাল থেকেই শুরু হচ্ছে কেন? বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের অভিযোগগুলিও কি একইভাবে খতিয়ে দেখা উচিত ছিল না?

কমিশনের কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। (এরপর ৬ পাতায়)

পাক-শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশের মতো দেউলিয়া হবে ভারতও!

প্রতিবেদন : এবার কি পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কার মতো দশা হবে ভারতেরও? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দেশের বৈদেশিক ঋণের খতিয়ান প্রকাশের পর থেকেই জোরালোভাবে উঠে পড়েছে প্রশ্নটা। তবে কি বৈদেশিক ঋণের দায়ে দেউলিয়া হতে বসেছে তথাকথিত 'বিশ্বগুরু'র ভারতবর্ষ! অদূর ভবিষ্যতে দেশের বুকে নেমে আসতে পারে অবধারিত সংকট। আসতে পারে খারাপ সেদিন! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ভারতের বৈদেশিক (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 July, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৪ আন্তন পাভলোভিচ চেখভ (১৮৬০-১৯০৪) প্রয়াত হন। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা ছোটগল্পকার। শুরুতে নাট্যকার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পান থ্রি সিস্টার্স, দ্য সিগাল এবং দ্য চেরি অরচার্ড এই তিনটি নাটকের মাধ্যমে। ১৯০৪ সালের মে মাসের মধ্যেই চেখভ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্ষয়রোগ চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। ১৯০৮ সালে ওলগা তাঁর স্বামীর শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে লিখেছেন— ‘‘খুব অদ্ভুতভাবে আন্তন শায়িত অবস্থা থেকে একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং জার্মান ভাষায় (অথচ তিনি জার্মান ভাষা বলতে গেলে জানতেনই না) স্পষ্ট ও জোরগলায় বলে উঠলেন, ‘আমি মারা যাচ্ছি।’ ডাক্তার তাঁকে শান্ত করলেন। একটি সিরিঞ্জের সাহায্যে তাঁকে কর্পূরের ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করলেন এবং আদেশ দিলেন শ্যাম্পেন আনার জন্য। চেখভ একটি পুরো গ্লাস ভর্তি শ্যাম্পেন নিয়ে তা পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ, মৃদু হেসে আমাকে বললেন, ‘বহুদিন হল আমি শ্যাম্পেন পান করি না।’ শ্যাম্পেন শেষ করে তিনি নীরবে শুয়ে পড়লেন এবং আমি শুধুমাত্র বিছানায় ঝুঁকে পড়ে তাঁর নাম ধরে ডাকার সময়টুকু পেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। একটি শিশুর মতো শান্ত হয়ে তিনি ঘুমাচ্ছেন।’’

₹

২০১০ ভারতীয় টাকার প্রতীকচিহ্নটি ভারত সরকার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে। আইআইটির প্রাক্তন ছাত্র ডি উদয় কুমার অঙ্কিত প্রতীকটি দেবনাগরী ‘‘र’’ ও রোমান বড় হাতের ‘‘R’’ অক্ষরদুটির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। প্রতীকের উপরের অংশে দুটি সমান্তরাল রেখা জাতীয় পতাকার একটি রূপকল্প সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলার, পাউন্ড স্টার্লিং, ইউরো, ইজরায়েলি নিউ শেকেল ও জাপানি ইয়েনের মতো ভারতীয় টাকাও নিজস্ব একটি প্রতীকচিহ্ন লাভ করে।

১৯২৫ বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১) এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। বিশ শতকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁর নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ সাড়া ফেলে বাংলা তথা ভারতের নাট্যজগতে। একের পর এক নাটক বেরিয়ে আসতে থাকে তাঁর কলম থেকে। জন্ম নিল নতুন ধারার থিয়েটারের। বাদল সরকার নাম দিলেন ‘থার্ড থিয়েটার’।

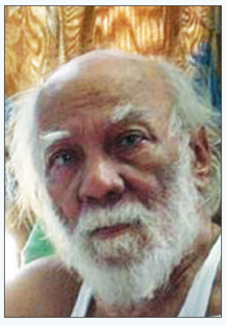

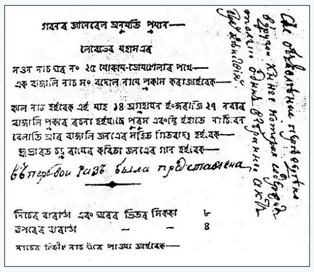

১৮১৭ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯–১৮১৭) এদিন প্রয়াত হন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রথম বাংলা নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ কলকাতায় ‘দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার’ নামে একটি থিয়েটার গড়ে তোলেন। ২৫ নম্বর ডোমতলায় (এজরা স্ট্রিট) একটি বাড়িতে গড়ে উঠে এই থিয়েটার। দ্য ডিজগুয়িজ (The disguise)-এর অনুবাদে প্রথম অনূদিত বাংলা নাটকটির নাম ‘সংবদল’। এটি ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই সময় বিশিষ্ট ইংরেজদের জন্য মূল্যবান আসনের দুটি থিয়েটার ছিল। লেবেদেফের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ইংরেজগণ প্রত্যক্ষভাবে জোসেফ ব্যাটেল নামে সিন পেন্টার ও মি হে নামে এক রাজকর্মচারীর সাহায্যে লেবেদেফের থিয়েটারে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করে দেয়।

১৮৭৮ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন। বেথুন স্কুলের জন্য জমি দান করেন এবং ডেভিড হেয়ারকে তাঁর সামাজিক কাজে সহায়তা করেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের যুবতী বিধবা বসন্ত কুমারীকে রেজিস্ট্রেশন করে বিবাহ করেন। এই ঘটনা সমকালের কলকাতায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮৫১ সালে লখনউয়ে একত্রে চলে এসেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বয়সে বড় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লখনউয়ে ছিলেন।

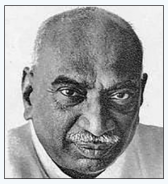

১৯০৩ কুমার স্বামী কামরাজ নাদার (১৯০৩–১৯৭৫) তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির ‘কিং মেকার’ বলা হত। ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত রাজনীতিক।

১৮২০ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০- ১৮৮৬) জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিক, প্রবন্ধকার এবং লেখক। বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি-সহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল।

রথযাত্রার প্রাক্কালে

রথযাত্রার প্রাক্কালে উত্তর কলকাতার বস্তা পালপাড়া ও ডোমপাড়ায় ছোট থেকে বড়— নানা রঙের রথ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন বিক্রেতা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৬৪

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. অনাদি দেব ৪. সরু, মিহি ৫. আভাঙা, আস্ত ৬. অন্তরে বা ভিতরে গুপ্ত ৮. অনুমান, আন্দাজ ৯. শহর বা নগরের মধ্যস্থলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উপর-নিচ : ১. ধনুকের আগা বা হুল ২. দেবতা ৩. অত্যন্ত গূঢ় বা জটিলতাপূর্ণ ৫. হিমালয়, গিরীশ ৬. কেন্দ্রাভিগ ৭. সম্পূর্ণ সুস্থ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৬৩ : পাশাপাশি : ১. প্যাকেজ ৪. খণ্ডপরশু ৬. মোরাম ৭. পেশোয়াজ ৯. নচিকেতা ১২. বন্দুক ১৩. কমলালয় ১৪. সরণ। **উপর-নিচ :** ১. প্যারীমোহন ২. জখম ৩. ছিপছিপে ৫. শুরুয়া ৮. জনকল্যাণ ১০. চিত্রক ১১. তাকলাগা ১২. বয়স।

১৪ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২১৫০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.৬১	৯৪.৩৪
ইউরো	১১০.৫৭	১০৮.০০
পাউন্ড	১২৯.৪০	১২৬.৪৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ লিও মেসি

■ ঋতাভরী চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

15 July, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

দুধিয়ার বালাসনে আটকে ৪ তরুণ-তরুণীকে দড়ি দিয়ে উদ্ধার করে সাহসিকতার পরিচয় দিল স্থানীয় যুবক। মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার ঘটনা।

অসুস্থতাকে হাতিয়ার!

ভুয়ো তথ্যে বিজেপির চক্রান্ত, ফাঁস তৃণমূলের

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবার অসুস্থতাকে হাতিয়ার করে চরম মিথ্যাচার ও নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে বিজেপি। সেবাশ্রয়ে চিকিৎসার গাফিলতিতে পা বাদ যাওয়ার মতো এক ভয়ঙ্কর ও ভুয়ো অভিযোগ তুলে বিজেপি অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিজেপির এই অভিযোগ যে কতটা অপরিণত তা খুব সাধারণভাবে কল্পনা করলেও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ওই মহিলার ছেলেই একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন।

অসুস্থ মহিলার ছেলে তখন ছিলেন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী।

অথচ বিজেপি তাঁকে ভুল বুঝিয়ে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে মাঠে নামিয়েছিল। কিন্তু সত্যকে কখনও ধামাচাপা দেওয়া যায় না। তৃণমূল নেত্রী উপাসনা চৌধুরী উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ-সহ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ওই পরিবারটি কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন, কোথায় চিকিৎসা করিয়েছেন বা কী ওষুধ খেয়েছেন— তার কোনও ন্যূনতম প্রমাণ বা তথ্য পেশ করতে পারেনি। সম্পূর্ণ হাওয়ায় ভাসানো এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে চিকিৎসা ব্যবস্থার বদনাম করার চেষ্টা করছিল তারা। বাংলায় উন্নয়ন ও সুস্থ পরিষেবার সাথে লড়াই করতে না পেরে বিজেপি এখন লাশের রাজনীতি এবং কুৎসিত চক্রান্তের আশ্রয় নিচ্ছে। একজন অসুস্থ মানুষকে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি বানিয়ে তারা প্রমাণ করল যে, তাদের কাছে মানুষের আবেগের কোনও মূল্য নেই। বিজেপি যতই চক্রান্ত করুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি মানুষের আস্থা অটুট থাকবে।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নগ্ন রূপ দেখাচ্ছে বিজেপি

দক্ষ অফিসারদের ‘ডাম্পিং গ্রাউন্ডে’ পাঠানোর পরিকল্পনা নয়া সরকারের

প্রতিবেদন : রাজ্য প্রশাসনে রদবদলের নামে এ কীসের ইঙ্গিত? পূর্বতন সরকারের আমলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা শীর্ষ আইপিএস অফিসারদের কি এবার বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে? স্বরাষ্ট্র দফতরের জারি করা নির্দেশিকা অন্তত সেই জল্পনাই উসকে দিচ্ছে। একলপ্তে ৩৩ জন আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএস অফিসারকে বদলি করে নবান্ন যেন বুঝিয়ে দিল, নতুন জমানায় পুরোনো ও দক্ষ আধিকারিকদের জায়গা কেবল অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদেই! । যিনি সিআইডি-র এডিজি এবং আইজিপি-র মতো শীর্ষ পদে ছিলেন, সেই সুপ্রতিম সরকারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরিয়ে পাঠানো হল টেলিকমিউনিকেশন দফতরের এডিজি পদে। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর আইজিপি-র মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল পদের দায়িত্বে থাকা দুঁদে অফিসার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠীকে সরিয়ে দেওয়া হল হোম গার্ডের আইজি হিসেবে। হাই-প্রোফাইল বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে ত্রিপুরারি অথর্বকে

সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাফিক এবং সড়ক নিরাপত্তা দফতরের এডিজি করা হল। আবার, উত্তরবঙ্গ রেঞ্জের এডিজি ও আইজিপি পদ থেকে কে জয়রামনকে সরিয়ে ইকোনমিক অফেন্সেস ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর পদে বসানো হল। এর ঠিক বিপরীতে, রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি থেকে তুলে এনে রাঠৌর অমিতকুমার ভারত-কে সরাসরি বিধাননগরের নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে বসিয়ে পুরস্কৃত করা হল।

এছাড়াও কোচবিহার, দার্জিলিংয়ের এসপি পদে রদবদল হয়েছে। আইপিএস প্রতীক্ষা ঝড়খড়িয়াকে দার্জিলিং থেকে কলকাতা পুলিশে বদলি করে দার্জিলিং জেলায় নতুন এসপি করা হয়েছে শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাওকে। আইপিএস মণীশ যোশীকে কলকাতা ট্রাফিক বিভাগ থেকে সরিয়ে কোচবিহারের এসপি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন মিটতেই এই ধরনের গণ-বদলি কেবলই কি প্রশাসনিক রুটিন, নাকি দক্ষ আমলাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জঘন্য কৌশল? বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের পর প্রশাসনের অন্দরমহলেও এই নির্লজ্জ রাজনৈতিক ‘শুদ্ধিকরণ’ নতুন সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। গত ১৫ বছর তৃণমূলের আমলে যে সমস্ত আইপিএস গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, তাঁদের সরানো হয়েছে গুরুত্বহীন পদে। পরিকল্পনা করেই এই রদবদল করা হয়েছে। কোনওমতেই তাঁদের গুরুত্বের আসনে দেখতে নারাজ প্রতিহিংসাপরায়ণ এই বিজেপি সরকার।

পদের জন্য এত লালসা!

শাহকে ধরে এখন নেতা সাজতে গিয়েছেন সুদীপ

প্রতিবেদন : বৃদ্ধ হয়েছেন, মাথা ঢাকতে হয়েছে সাদা পরচুলায়। অবলম্বন ছাড়া চলাফেরার ক্ষমতাও প্রায় হারিয়েছেন। তার পরও পদের লালসা যাচ্ছে না! আবারও লোকসভায় দলনেতা সাজতে শখ জেগেছে তাঁর। তাই পদের মোহে বেইমান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটেছেন দিল্লিতে। তৃণমূল ভাঙিয়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যোগ দিয়েছেন নাম-গোত্রহীন এক দলে! সেই দলের নেতা হতে হবে যে লোকসভায়! তাই সেই পদের লোভে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও লোকসভার স্পিকার ওম

বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এনসিপিআইয়ের নেতা নির্বাচিত হচ্ছেন তিনি। পদ পাচ্ছেন আরও দুই দলবদলু পদলোভী কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শতাব্দী রায়ও।

এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকেই প্রবীণ নেতা গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। তখন মুখে বড় বড় কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন আগামীকে এগিয়ে দেওয়ার বার্তা। কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারেননি, তাঁর যে ওই পদের মোহ কাটেনি, তা পরিস্ফুট হল বাংলায় পালাবদলের পর। তৃণমূল ছেড়ে বিদ্রোহী ব্লকে নাম লিখিয়েই ছুটলেন নেতা হতে। তৃণমূলের টিকিটে, বিজেপি-বিরোধীদের ভোটে জিতে বনে গেলেন বিজেপির শরিক! এমনই পদের মোহ! যেভাবেই হোক দলনেতা হতে হবে? তাই নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বিজেপির পদলেহন! তৃণমূলের সঙ্গ ত্যাগ করে এনসিপিআইএ-তে যোগ দিয়ে এনডি-কে সমর্থন! ব্যস মিলে গেল এনসিপিআই-এর লোকসভার দলনেতার পদ! অনেক তো হল! আর কেন? এবার পরবর্তী প্রজন্মকে ছাড়ার সময়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! পক্ককেশে, ন্যুব্জ শরীরেও তাঁর পদ চাই। যে দলে কোনও কর্মী নেই, অগত্যা সেই দলেরই নেতা। বিজেপিকে ধরে আবার সংসদে জুটিয়ে নিয়েছেন আলাদা জায়গাও!

অন্নপূর্ণায় টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ মহিলাদের

সংবাদদাতা, হাওড়া : প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণ করতে অপারগ বিজেপি সরকার। ফলে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। এবার ডোমজুড়ের বাঁকড়া-৩ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ। অন্নপূর্ণা যোজনা

প্রকল্পে টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার এলাকার মহিলারা ওই বিক্ষোভ দেখান। ক্ষিপ্ত মহিলারা পঞ্চায়েত অফিসের জানলার কাচ ভেঙে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, তারা ফর্ম জমা দিয়েও অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা পাচ্ছেন না। এরই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ।

কাল রথযাত্রা। দক্ষিণদাঁড়িতে জগন্নাথ দেবের মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী।

শ্রীহস্ত ও অলঙ্কারে সাজলেন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা

সৌগত রায় • হুগলি

দেবালঙ্কারে সেজে উঠলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তিন দেব-দেবীকে রুপোর তৈরি বিশেষ শ্রীহস্ত এবং ভারী অলঙ্কারে ভূষিত করে সাজানো হল এক অনন্য রাজ বেশে। মাহেশে মহা ধুমধাম করে পালিত হয় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রা যাত্রা উৎসবের পর জগন্নাথ দেবের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। ১৫ দিন অনাবসর বাদে মহাপ্রভু সুস্থ হয়ে উঠলে সেই দিনটিকে পালন করা হয় নবযৌবন উৎসব রূপে। এদিন মহাপ্রভু জন্য ৫৬ রকম ভোগ নিবেদন করা হয়।

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই মন্দিরের মূল ফটোক সহ গর্ভ গৃহের দরজা খুলে দেওয়া হয় ভক্তদের জন্য। এই দিন পুরীর জগন্নাথ

মন্দিরেও পালিত হয় নবকলেবর উৎসব। সেখানেও জগন্নাথ দেবকে জাঁকজমক করে তার আরাধনা করা হয়। ঠিক এর একদিন বাদেই মূল রথযাত্রা উৎসব। কথিত রয়েছে এই নব-যৌবন উৎসবের পরেই জগন্নাথ দেব রথে চড়ে ঘুরতে বের হবেন তার মাসির বাড়ি।

মন্দিরের প্রধান সেবাইত পিয়াল অধিকারী বলেন, আজ শুক্ল অমাবস্যা তিথি, নব যৌবন উৎসব। এখানকার নবযৌবন উৎসব বিখ্যাত। এতদিন ধরে অনাবসর সেবা চলেছে। সকাল থেকেই মন্দিরে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রভুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়েছে। সোনার মুকুট, হার ও হাত পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজা সেজে বসে রয়েছেন জগন্নাথদেব। আজকের দিনে অভিষেক প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় মহাপ্রভুর হোম যজ্ঞের মাধ্যমে। সকল ভক্ত প্রভুকে এদিন গুটকা সন্দেশ ও বালা সন্দেশ মিষ্টান্ন নিবেদন করে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 July, 2026 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জোর ধাক্কা

আবার কোর্টে জোরালো ধাক্কা বিধানসভার স্পিকারের। তাঁর বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি। বললেন, কীসের এত তাড়াহুড়ো। কোন পক্ষ আসল তৃণমূল কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই কী করে স্পিকার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করে ফেললেন? এটা কী করে সম্ভব? সরাসরি বেইমানদের অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে স্পিকার জানিয়ে দেন, কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ তিনি দিচ্ছেন না। এই প্রশ্নই বারবার তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার পরিপ্রেক্ষিতেই মামলা করেছিলেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আসলে বিজেপি চাইছে শুধু সরকারি দল হিসেবে তারা রাজ্য শাসন করবে তাই নয়, বিরোধী দলের চাবিকাঠিও তারা নিজেদের হাতে রাখবে। আর সেই কারণেই অনৈতিকভাবে নানা 'উপঢৌকন' বিতরণ করে বেইমানদের দিয়ে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে। এটাই বিজেপির চরিত্র। রাজ্যে রাজ্যে এই রাজনৈতিক খেলাটাই চালিয়ে এসেছে। পরিষদীয় রাজনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাংলার রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গোবলয়ের রাজনীতি বাংলাতে নিয়ে আসতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তৃণমূল কংগ্রেস। যেভাবে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করা হয়েছে তা শুধু অনৈতিক নয়, তা আসলে পরিষদীয় রাজনীতির রীতি-নীতি ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার পরিকল্পনা। আদালতের উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এ-লড়াই শুধু তৃণমূলের নয়, আগামী দিনে বিজেপির এমএল-এমপি কেনাবেচার বিরুদ্ধেও লড়াই।

e-mail থেকে চিঠি

দুঃশাসনের শাসন মেনে নেব না

■ বারুইপুরের নাবালিকাকে যেভাবে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা বিবরণ আমাদের আজ রক্ত গরম করে দিচ্ছে। শিউরে উঠছি আমরা। কী দোষ তার ছিল? অপরাধ ছিল একটাই— বিশ্বাস করেছিল সে। পাড়ারই এক কাকুকে। বা দাদাকে। আমাদের সমাজের মধ্যে থেকেই তাই প্রশ্ন উঠছে, কেন বিশ্বাস করেছিল? কেন গিয়েছিল সে প্রভাসের সঙ্গে? কীসের লোভে?

দোষ আমাদের মানসিকতার।

কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে ২০২৪ সালে নথিভুক্ত ধর্ষণের সংখ্যা ২৯ হাজার ৫৩৬টি। এই তালিকায় প্রথম তিনেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র। মনে রাখতে হবে, এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র এফআইআর হওয়া মামলার ভিত্তিতে। প্রতিদিন এমন বহু ঘটনা দেশের আনাচে কানাচে ঘটছে... যা থানা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। প্রভাব খাটিয়ে কখনো তা চেপে দেওয়া হচ্ছে, কখনও পরিবারই মেয়েকে বলছে, 'চুপ, কাউকে বলিস না।' অভিযুক্ত হয়তো সেখানে পরিবারেরই কেউ। যন্ত্রণা তখন সহ্য করে যেতে হয় মেয়েটিকেই। মুখ বুজে। প্রতিবাদ নয়। প্রতিরোধ নয়। প্রশ্ন নয়। তাহলে দোষী হয়ে যাবে সে-ই।

দোষ তাই পরিবারেরও। আমরা দেখছি, শুনছি, সবই বুঝছি... কিন্তু একবারের জন্যও রুখে দাঁড়াচ্ছি না। আমাদের হাতেও মোমবাতি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বারুইপুরে নাবালিকার জন্য মোমবাতির ব্যবসা এতটুকুও বাড়ল না। জয়নগরের জন্যও না। আমরা রাত দখল করলাম না শান্তিপুরের দু'বছরের মেয়েটির জন্য। কারণ, এই প্রতিবাদে আর কোনও রাজনৈতিক অঙ্ক নেই। আমাদের 'অপছন্দের' কারও বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার নেই। 'আস্থাবান' নেতানেত্রীরা আজ দিকে দিকে। তাঁদের বিরোধিতা করার মানসিকতাও নেই। কতগুলো ধর্ষণের বা নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে গত দু'মাসে? আমরা জানি না। কারণ, জানার ইচ্ছে রাখি না। তাই বলে এই দুঃশাসনের শাসন মেনে নেওয়ার মানসিকতা নেই আর মেনেও নেব না— আমার মতো কন্যাসন্তানের মা-বাবারা।

—**অর্পণ দাস, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কী ভেবেছে এই শিশু-সরকার?

● প্রতিবাদীদের জেলবন্দি করে, অত্যাচার-নিপীড়ন, খুন করে দমানো যায় না। বিশ্বে কোথাও কোনও দিন যায়নি। শুভেন্দু অধিকারী কোন ছার!

● এটা নতুন সরকারকে বুঝতে হবে

● না হলে বুঝিয়ে দিতে হবে রাস্তায় নেমে

লিখছেন সুদীপ গোস্বামী

মানুষের পাশে থেকে রাস্তার লড়াইয়ে শাসকের মুখোমুখি আছে একটাই দল। তৃণমূল কংগ্রেস। যার নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র যুবরা দুদিন রাস্তায় নেমে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছে রাজ্যের অগণতান্ত্রিকভাবে সরকার চালাতে বদ্ধ পরিকর যারা, তাদেরকে।

তাই বঙ্গে সদ্য এসেছে এক অভিনব আইন। বিচার ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে আইনশূন্যতার শাসন কায়েম করার ফিকির।

প্রতিবাদীদের ঠেকাতে অনেক হিসাব কষে আইনের অপব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতাপন্থী সৈনিকদের ফাঁসানোর জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে সরকার বিরোধিতা কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিতে মাঠে নেমে পড়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর বাহিনী। সংসদের সাংসদ দলের একটা অংশ ভিড়ে গেছে বর্তমান শাসক দলের ছত্রছায়ায়। রাজ্যসভায় আবার কেউ কেউ সরাসরি পদ্ম শিবিরে গড়াগড়ি খেতে চলে গিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় চাটনব্রতী বালিশপন্থীদের সঙ্গে থাকা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া প্রতীক নিয়ে জিতে আসা বিধায়কেরা আছেন বাফার জোনে। স্পিকারের বদান্যতায় নামে বিরোধী দল হলেও নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার নাটক করে সরকার পক্ষের গুডবুকে থাকার চেষ্টা করছে ওরা যাতে সময় ও সুযোগ বুঝে বিজেপি-তে ঢুকে পড়া যায় আর সেই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু সত্তাটাকে বিভ্রান্তির বাতাবরণ তৈরির মাধ্যমে চিরকালের জন্য ভেন্টিলেশনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর জমানায় একেবারে গোড়াতেই তাই বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনকে কেন্দ্র করে বিজেপি সরকার রাজ্যবাসীকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে— ঘটনা যা-ই ঘটুক বা সরকার যা খুশি তাই করুক, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বা বিক্ষোভ দেখানোর আগে দশবার ভাবতে হবে। কারণ ফ্যাসিস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই হিন্দুত্ববাদী সরকার কোনও অবস্থাতেই প্রতিবাদ বা বিরোধিতা সহ্য করতে রাজি নয়। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও, সংবিধান ধর্ম-মত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করলেও, মত প্রকাশের, সমালোচনা করার ও বিরোধিতা করার অধিকার দিলেও, হিন্দু রাষ্ট্রের একদলীয় আধিপত্যবাদের স্বপ্নে বিভোর আরএসএস-বিজেপি তা দিতে রাজি নয়।

মানুষের যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার সুকৌশলে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে কেড়ে নিয়ে মানুষকে প্রতিবাদহীন, ভিন্নমতহীন অনুগত অন্ধভক্ত প্রজা বানাতে চায় ওরা।

নির্বাচনের আগে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে এবং নির্বাচনের পর নতুন বিজেপি সরকারের হকার ও গরিব বস্তিবাসী মানুষকে বেপরোয়া উচ্ছেদ তথা বুলডোজার রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে কোর্টে এবং রাস্তায়। সেটা দেখে সতর্ক হয়ে গিয়েছে ওরা। এবং তাদের তৃণমূল কংগ্রেসী ছাত্র যুব মহিলা ও আইটি সেলের কর্মী-সমর্থকদের আপসহীন অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ্য করে নতুন সরকার তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। একদলীয় আধিপত্যবাদী মানসিকতা থেকেই তারা ভাবতে শুরু

করেছে ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে বিরোধিতার পরিসরে এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝাঁঝে লাগাম টানতে হবে। তা না হলে সরকার-বিরোধী মনোভাব ও জনমত দ্রুত বেড়ে সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলতে পারে। সর্বোপরি মমতাপন্থীরা রাজ্য রাজনীতির ফোকাল পয়েন্টে চলে আসতে পারে। তেমন হলে আরএসএস-বিজেপির গুরুতর বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাদর্শ মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে, জাতের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভাগ করতে শেখায় না। এই রাজনৈতিক মতাদর্শ সকল ভারতীয়কে ভারতের নাগরিক হিসাবে সমান অধিকারে ও সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে অনুপ্রাণিত করে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার, সমালোচনা করার ও প্রতিবাদ করার অধিকারকে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এবং নাগরিকদের পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকারই ভারতীয়ত্বের মূল ভিত্তি। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীরা জানেন ও মানেন। হিন্দুত্ববাদীরা এর ঘোর বিরোধী। তারা রাষ্ট্র বা সরকার নিয়ন্ত্রিত ও খর্বিত গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত ও খণ্ডিত নাগরিকত্বে বিশ্বাসী। এরা ধর্মান্ধ রাজনৈতিক হিন্দুত্বের উগ্রতার বাইরে মনুষ্যত্ব, মানবাধিকার, মানবতা ইত্যাদি কোনও কিছু নিয়েই ভাবতে শেখেনি। তাই আদর্শগত প্রশ্নে ভারতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপি-আরএসএস-এর প্রধানতম শত্রু।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রতিবেশে সেকথা একাধিকবার তারা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে জানানও দিয়েছে।

সেজন্য প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্যদূরীকরণে মন না দিয়ে দরিদ্রের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে এরা অধিক মনোযোগী।

২০২০-তে কোভিডের আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরে আমেদাবাদের 'সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল' বিমানবন্দর থেকে 'মোতেরা' স্টেডিয়াম পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার দু'পাশে বস্তির দৃশ্য লুকিয়ে রাখতে রাস্তার দু'ধারে লম্বা উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়েছিল গুজরাতের প্রশাসন। ভাবখানা ছিল বিদেশি অতিথির যাত্রাপথে বস্তি ঢেকে রাখতে পারলে যেন দেশের দারিদ্র ঢাকা পড়ে যাবে! আজ ঠিক একই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে আমাদের রাজ্যের রেলস্টেশনগুলিতে হকার উচ্ছেদ অভিযান ঘিরেও। শহরকে স্মার্ট করে তুলতে নাকি রেলস্টেশন থেকে বাস স্ট্যান্ড— সর্বত্র হকারমুক্ত করতে হবে। এই ধারণায় মশগুল হয়েই ছুটছে গেরুয়া শাসকের দল এদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে সিন্দুকে তুলে রেখে। কিন্তু স্মার্ট শহর গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন আয়ের মানুষের একই শহরে সহাবস্থানের পরিকল্পনা প্রযুক্তি-নির্ভর উপায়ে। শহর থেকে গরিব খেদিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে এক হকারের দোকান থেকে দশ টাকার ঝালমুড়ি খেয়েই প্রচারে বাজিমাত করার চেষ্টায় ছিলেন। গত দশবছরে এদেশের সংঘটিত কাজের সঙ্কটের বাজারে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেই এক নিঃশ্বাসে বিকল্প জীবন-জীবিকা বোঝাতে পকোড়া থেকে শুরু করে চপ-তেলেভাজার যে উদাহরণ দিয়েছেন সে সবই হকারের পেশায়। ফলে পেশা হিসাবে হকারি অবৈধ নয়। বরং হকারি এদেশে দশকের পর দশক ধরে চলে এসেছে সমাজসিদ্ধ হয়ে যেটা স্বাধীন ভারতে ২০১৪ সালে আইনসিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে হকার মানেই অবৈধ দখলদার কিংবা 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' অনুপ্রবেশকারী এমনটা নয়। অথচ এই হকার উচ্ছেদ এখন রাজ্যের বিজেপি সরকারের রাজনীতি। ভোট চোর রাজ্যের গেরুয়া শাসক উচ্ছেদের উৎসবে নেমেছে অবৈধ হকার তোলার নামে।

বেআইনি আইন চালু করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ যতই রুদ্ধ করার চেষ্টা চলুক, যে কোনও মূল্যে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে নিয়ে সেই মানুষ মারা অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবেই।

মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে পথ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা যাত্রীবাহী বেসরকারি বাসের। গুরুতর আহত অন্তত ৩। বাসটিতে অন্তত ২০-২৫ জন যাত্রী ছিলেন

বারুইপুর : তদন্তে নাম উঠে এলেও সাতখুন মাফ পার্টির ছেলে রাজার

প্রতিবেদন : বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের তদন্ত হঠাৎ পথ হারিয়েছে। নাবালিকার পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওয়া দুরস্থ, তদন্তকারীদের কাছে অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে অভিযুক্তের গণপিটুনির ঘটনা। নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে জড়িতদের নাম যে অভিযুক্ত সামনে আনছিল, তাকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে। মূল অভিযুক্ত-সহ অন্যদের নিয়ে তদন্তকারীদের কোনও মাথাব্যথা নেই। পার্টির ছেলে রাজা নামে নতুন যে অভিযুক্তের কথা উঠে এসেছিল, তারও কোনও খোঁজ নেই। এখনও পুনর্নির্মাণেই আটকে রয়েছে সিট-সহ ফরেন্সিক টিম। অন্যদিকে অভিযুক্ত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে গণপিটুনির ঘটনায় বিশেষ একশ্রেণির মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে। ইন্দ্রজিতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা ছাড়াও তার দাদাকে চাকরি দিয়েছে রাজ্য। কিন্তু এখনও ইনসাফ মেলেনি নির্যাতিতার পরিবারের। রাজা ইন্দ্রজিতেরই ভাইপো। তার টিকিও ছুঁতে পারেনি পুলিশ। কেননা সে যে পার্টির ছেলে! যতই নাম উঠে আসুক— সাত খুন মাপ!

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের তদন্তে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে পুনর্নির্মাণ করল 'সিট'। মঙ্গলবার দুপুরে রিকনস্ট্রাকশনে সিটের অফিসারদের সঙ্গে ছিল রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির একটি বিশেষজ্ঞ দলও। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। তদন্তের স্বার্থে এদিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে মামলার মূল তিন অভিযুক্ত কবির মোল্লা, আনন্দ সর্দার এবং দিবাকর সর্দারকে রেললাইনের ধারের সেই ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাজার মতো অন্য যাদের নাম উঠে এসেছে, তাদের তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত সপ্তাহে উদ্ধার-হওয়া নাবালিকার মৃতদেহের সূত্র ধরে যে রেললাইনের ধারে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল, এদিন ঠিক সেই জায়গাতেই অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়া হয়। তিন অভিযুক্ত কবির, আনন্দ ও দিবাকরকে ঘটনাস্থলে দাঁড় করিয়ে ঘটনার বিবরণ শোনে সিট। তদন্তকারীরা জানতে চান, সেদিন রাতে ঠিক কী ঘটেছিল এবং অপরাধে কার কী ভূমিকা ছিল। গোটা পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আইনি নিয়ম মেনে দু'জনকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত রাখা হয়েছিল। এর আগে ঘটনার পুনর্নির্মাণে প্রভাসের মৃত্যু হয়। এবার কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো এলাকাটিকে কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, এবার পুনর্নির্মাণ হল দিনেদুপুরে, কিন্তু প্রভাসকে নিয়ে কেন রাতে পুনর্নির্মাণ?

ফুঁসলিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা নাবালিকাকে

প্রতিবেদন : বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের দগদগে ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই ফের আরও এক নাবালিকার সর্বনাশের ঘটনা সেই বারুইপুরেই। খাবারের লোভ দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা ট্রেনে করে শিয়ালদহ এসে পৌঁছোয়। অভিযুক্ত ওই অঞ্চলে কাজ করে। নাবালিকাকে ইতস্তত ভাবে ঘুরতে দেখে খাবারের টোপ দিয়ে তাকে বারুইপুরে নিয়ে আসে। সেখানে একটি ঘর ভাড়া নিতে চায় অভিযুক্ত। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় অভিযুক্তকে আটক করে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় বারুইপুর থানা পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গে এখন আইনের শাসন নয়, চলছে অপরাধীদের রাজত্ব। বারুইপুরের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে রাজ্যে কোনও মা-বোনের সম্মান বা শিশুর জীবন সুরক্ষিত নয়।

বাজেয়াপ্ত সাড়ে ছয় কেজি রুপো গ্রেফতার ১

সংবাদদাতা, হাওড়া : ৬ কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের রুপোর বাট-সহ গ্রেফতার এক। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মেট্রো স্টেশনে। এদিন একটি হাতব্যাগে করে বিভিন্ন মাপের ওই রুপোর বাটগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় মেট্রো স্টেশনের স্ক্যানিং মেশিনে বিষয়টি ধরা পড়ে। তৎক্ষণাৎ আরপিএফ ওই যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করতেই বেড়িয়ে আসে বিপুল পরিমাণ রুপোর ওই বাটগুলি। ওই রুপোর বাটগুলি নিয়ে যাবার জন্য যাত্রীর কাছে বৈধ কোনও কাগজপত্র ছিল না। ওই যাত্রীর কথাবার্তাতেও বিস্তর অসঙ্গতি থাকায় তাকে আটক করে আরপিএফের তরফে গোলাবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় ওই রুপোর বাটগুলিও। এগুলি ওই যাত্রী কোথা থেকে নিয়ে আসছিল, কোথায়, কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হলে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির তাণ্ডব, শুরুই হল না ১২৫ দিনের কাজ

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে দুই মাসের বেশি অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও শুরু হয়নি ১২৫ দিনের মনরেগার কাজ। ফলে সরকারি কাজ থেকে বঞ্চিত মানুষ। কাজ না হওয়াতে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। কাজ না হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান পঞ্চায়েতে আসছেনা দীর্ঘ দু মাস এর অধিক সময় ধরে। কিন্তু এমন কেন হচ্ছে? এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, বিজেপি ও তার কর্মীদের কৃতকর্মের জন্যই মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। রাজ্যে সরকার বদলের পর বিজেপি কর্মীরা অতি সক্রিয় হয়ে তৃণমূল নেতা কর্মী জনপ্রতিনিধিদের মারধোর, চোর-চোর স্লোগান, ডিম ছোঁড়া শুরু করায় বহু জনপ্রতিনিধিরা বিরক্ত। এই অসভ্যতামো থেকে বাঁচতে অনেকেই এলাকা ছেড়েছেন, কেউ কেউ নিজেকে ঘরবন্ধী করে রেখেছেন। যার ফলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রধান, উপপ্রধানেরা পঞ্চায়েতে না যাওয়াতে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ আছে। বিজেপির জয়ের পর এমন তান্ডব তৈরি না করলে সাধারণ মানুষ এই পরিষেবা পেত বলেই দাবি এলাকাবাসীদের।

মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাজ্যে পালাবদলের পর এই প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েতে বিজেপির ভয়ে অফিসে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে এলাকার মানুষ দিনের পর দিন পঞ্চায়েত এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই সরকার ১২৫ দিনের যে কাজ শুরু করার কথা বলেছে। সেই কাজও এই পঞ্চায়েতে শুরু হয়নি। তাই নিয়ে ক্ষোভ জব কার্ড হোল্ডারদের। জব কার্ড হোল্ডারদের অভিযোগ, প্রধান উপপ্রধান আসছেনা তাই অন্যান্য জায়গায় ১২৫ দিনের কাজ শুরু হলেও এই পঞ্চায়েতে এখনও কাজ শুরু হয়নি।

নিম্নচাপের জেরে ঝড়-বৃষ্টি রাজ্যে

প্রতিবেদন: আবার গোটা রাজ্য জুড়ে বাড়তে চলেছে বৃষ্টির দাপট। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করা ঘূর্ণাবর্ত আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর জেরেই কলকাতা, দিঘা-সহ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও। রথের দিন কলকাতায় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উপকূলবর্তী ও সংলগ্ন কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে। দিঘা ও উপকূল এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া এবং সমুদ্র উত্তাল থাকার আশঙ্কা। ১৮ জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

রথযাত্রার মরশুমে বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন

ভোগান্তির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : রথযাত্রা নিয়ে নতুন সরকারের প্রবল উৎসাহ। বিশেষ অনুদান দেওয়া হচ্ছে। অথচ সেই রথযাত্রায় সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশ নেবেন, সে সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারের। উল্টে উৎসবের এই সময় রেল একগাদা ট্রেন বাতিল করল। রথ ঘিরে রাজ্যবাসীর তুমুল উৎসাহ থাকে। ঘরে ঘরে ছোটদের রথ টানা থেকে বিভিন্ন এলাকায় বড় রথযাত্রার আয়োজনও হয়। দিঘা থেকে মাহেশ, বড় রথযাত্রার আয়োজনে বহু মানুষ শরিক হন। ইসকনের রথও উল্লেখ্য। বাঙালির এই মহাপুজো উদযাপনের প্রস্তুতির সূচনাতেই একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করল দক্ষিণ পূর্ব রেল। আদ্রা ডিভিশনে

জরুরি পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আগামী কয়েক দিন এই শাখায় গুরুত্বপূর্ণ লোকাল ট্রেন ও মেমু বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণা শুনেই সাধারণ ভক্তদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের দাবি, উৎসবের সময় এভাবে ট্রেন বাতিল করা রেলের উচিত হয়নি।

দক্ষিণ পূর্ব রেল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে ট্র্যাকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য জুলাই মাসের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে আদ্রা ডিভিশনে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

বাতিল হওয়া ট্রেনগুলি এরকম— আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু (৬৮০৪৬/ ৬৮০৪৫), ১৬, ১৭ ও ১৯ জুলাই। আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু ১৪, ১৭ এবং ১৯ জুলাই। রথের দিন আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু। টাটানগর-আসানসোল মেমু ১৪, ১৫ ও ১৮ জুলাই।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ট্রাকের সঙ্গে মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত্যু বাইক চালকের। মৃতের নাম আনন্দ পাত্র (২১)। কুলপি থানার অরুণ বেড়িয়া মোড় এলাকার ঘটনা। ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়

রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছিল বিজেপি

কোথায় দুর্নীতি? সরকার বদলাতেই বরাদ্দ ১২৫ দিনের কাজ ও আবাসে

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অর্থ বরাদ্দ আটকে রেখেছিল কেন্দ্র। অভিযোগ ছিল, পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সেই অভিযোগের জেরেই লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ কাজ ও আবাসের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে বারবার জানিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরেই সেই দুই প্রকল্পে টাকা ছাড়া এবং নতুন অনুমোদনের ঘোষণা ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নবান্নে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘোষণা করেন, ১০০ দিনের কাজ নতুনভাবে চালু হচ্ছে, ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় এক লক্ষ নতুন বাড়ির অনুমোদনের কথাও

জানানো হয়েছে। আবাসের সমীক্ষার সময়সীমাও ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, যদি দুর্নীতিই প্রকল্পের অর্থ বন্ধের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে, তবে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি কবে ও কীভাবে হল? প্রকল্পের টাকা পুনরায় ছাড়ার আগে কি সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে? অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? কত জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মতো পদক্ষেপ হয়েছে?

আরও প্রশ্ন, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ পুনরায় চালু হওয়া কি প্রশাসনিক সংস্কারের ফল, নাকি সরকার পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন? প্রত্যাশিত ভাবেই সরকার বা প্রশাসন এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পৃথকভাবে কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রের অবস্থান ছিল যে প্রকল্পগুলিতে অনিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত রাখা হয়েছিল। নতুন সরকারের অধীনে যাচাই-বাছাই হবে বলা হয়েছিল। তা কবে হল জানা যায়নি। ফলে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আবাস ও একশো দিনের অর্থ আটকে রাখার সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে বাংলার মানুষকে ভাতে মারার আর তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে বদনাম করার চক্রান্ত।

রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ষড়যন্ত্র বিজেপির

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : বিজেপি তাদের নোংরা রাজনীতি চরিতার্থ করতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পরিকল্পিতভাবে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র রেখে তৃণমূল নেতাকে ফাঁসানোর চেষ্টা। সন্দেশখালির এক তৃণমূল নেতার ইটভাটা ও বাড়ির পাশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার তৃণমূল নেতা মিজানুর মোল্লার ইটভাটায় ঢোকার রাস্তার ধারে আরও এক তৃণমূল নেতা শরিফুল মোল্লার বাড়ি। তার বাড়ির পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবরে ন্যাজাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনী যৌথ অভিযান চালায় এই ইটভাটায়। কে বা কারা এই বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিল তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয়রাই জানাচ্ছেন, এটা পুরোপুরি বিজেপির চক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পুলিশকে যে ফোন করে বলেছে ওখানে বোমা আছে সে কী করে জানল বোমা রাখার কথা? পুলিশ তাকেই জিজ্ঞেস করুক। ইচ্ছাকৃত ভাবে এই কাজ করা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের ফাঁসানোদের জন্যই এই কাজ করছে কেউ কেউ। এলাকাবাসী জানান তাঁরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চান।

আবার ট্রলার ডুবি বকখালির সমুদ্রে, উদ্ধার ১৩ মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : প্রতিকূল আবহাওয়ায় মাঝসমুদ্রে ফের ডুবে গেল ট্রলার। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরে ফিরে আসার সময় ডুবে যায় কাকদ্বীপের একটি ট্রলার। কয়েক দিন আগে এফবি সিদ্ধিবিনায়ক নামে ট্রলারটি ১৩ জন মৎস্যজীবী নিয়ে সমুদ্রে রওনা দিয়েছিল। সোমবার রাতে ফিরে আসার সময় বকখালি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ে ট্রলারটির তলা ফেটে গিয়ে ডুবে যায়। কাছাকাছি থাকা অপর একটি ট্রলার ডুবে যাওয়া ট্রলারটি থেকে সমস্ত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। তবে এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলারটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় ভাষায় ফেল! মিলবে না শংসাপত্র

প্রতিবেদন: টেন পাশের শংসাপত্র পেতে গেলে তৃতীয় ভাষায় পাশ করা বাধ্যতামূলক। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে এমনই নির্দেশিকা দিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন। তবে তৃতীয় ভাষার জন্য পরীক্ষার্থীদের কোনও বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে যে পড়ুয়ারা দশম শ্রেণিতে উঠবে, তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে। তৃতীয় ভাষায় স্কুলের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে পাশ করলেই হবে। কিন্তু যদি কোনও পড়ুয়া তৃতীয় ভাষার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে ফেল করে, তবে বোর্ড পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই তাকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া হবে।

পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা।

মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের লোক

(প্রথম পাতার পর) সেই সঙ্গে তদন্ত কারা পরিচালনা করবেন? পরিচালনা করবেন রাজ্য নিযুক্ত এক প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক। প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবেন এক জন আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় থাকবেন ডব্লিউবিআরএসের এক আধিকারিক। অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, পছন্দের বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন আর সরকারি আধিকারিকরাই নির্ধারক। তাহলে সেটা কী করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হয়?

এ ছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সিবিআই বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তাধীন মামলাগুলি কমিশনের আওতার বাইরে থাকবে। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, কোন মামলাগুলি এরা তদন্ত করবে? বিরোধী দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে সাহস না দেখিয়ে পিছন থেকে হেনস্থা করার নতুন ষড়যন্ত্র এই কমিশন।

দেউলিয়া হবে ভারতও!

(প্রথম পাতার পর) ঋণের পরিমাণ এখন পর্যন্ত ৭৬,২৮০ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা প্রায় ৭২,৬৫,৬৭,০০,০০,০০,০০০ টাকা। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে জ্বালানি সংকট তীব্রতর। বিশ্ববাজারে ইতিমধ্যেই তার প্রভাব পড়েছে। হু-হু করে বাড়ছে ডলারের দাম। সেইসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক ঋণও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। যার ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। বিশেষজ্ঞদের একাংশ আশঙ্কিত। তৈরি হবে না তো মহাসংকট মুহূর্ত! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে গত এক বছরে বৈদেশিক ঋণ ৩.৫%-এর বেশি বেড়েছে। প্রায় ২৬০০ কোটি মার্কিন ডলার। যার বেশিরভাগটাই আবার বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার হাতে। তার উপর ডলারের দাম যে-হারে বাড়ছে ভারতীয় মুদ্রায় ঋণের বহর চওড়া হচ্ছে। অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। পাশাপাশি বেড়েছে স্বল্পমেয়াদি ঋণের পরিমাণ। মোট বৈদেশিক ঋণের ১৮.৩ শতাংশ ছিল স্বল্পমেয়াদি। তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৬ শতাংশ। এই ঋণ স্বল্প মেয়াদে শোধ করতে না পারলে নানাবিধ অর্থনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দা শুরু হলে তার মাশুল দিতে হবে। দেশের রফতানি শিল্প পড়বে মহাসংকটে। সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে সংযুক্ত আরব আমির শাহি ও সৌদি আরবে ভারতের রফতানি। এমনিতেই আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫৮.৩ শতাংশ রফতানি হ্রাস পেয়েছে। যার মধ্যে কাটা ও পালিশ-করা হিরের রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এ-ছাড়া বস্ত্রশিল্প, চর্মজাত পণ্যের রফতানিও কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। চিন, নেপাল, জাপান, হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো নানা দেশও ফিরিয়ে দিচ্ছে ভারতে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মশলার গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চিন ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতের লাল লঙ্কা। প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার রফতানি শিল্প ধাক্কা খেয়েছে বিদেশে। ভারতের আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে একদম শীর্ষে রয়েছে অপরিশোধিত তেল। বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সংকটের আবহে ভারতকে তেল কিনতে অনেক বেশি দাম দিতে হয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি বাড়ছে। এভাবে রফতানি ও আমদানিতে জোড়া আঘাত নেমে এলে ঋণের বোঝা ভারী হয়ে উঠবে। অপরিশোধিত তেলের দাম যদি টানা বাড়তে থাকে তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার ভাঁড়ারে বড়সড় টান পড়বে। এইরূপ নানাবিধ কারণে ভারতও দেউলিয়া হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় দেখা গিয়েছিল ঠিক একই ছবি। ২০২২ সালে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে শ্রীলঙ্কা। মুদ্রাস্ফীতি চরমে পৌঁছায়। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০২২-'২৩ সালে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সাধারণ পণ্য অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল বিগত বছরগুলিতে। এবার সেই একইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন ভারতও। আগামী দিন কিন্তু ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে

(প্রথম পাতার পর) সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন শোভনদেব। এদিন সেই মামলারই শুনানি ছিল বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোন পক্ষটি আসল রাজনৈতিক দল (তৃণমূল), তা নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে। কে বিরোধী দলনেতা হবেন তা স্পিকার নির্ধারণ করবেন। কিন্তু কমিশনের সেই সিদ্ধান্ত ছাড়াই স্পিকার তড়িঘড়ি করে দলের একটি অংশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন! কীভাবে একজনকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন স্পিকার? বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির আবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। যখন কোনও দলত্যাগ বিরোধী আবেদন ঝুলে নেই, তখন দশম তফসিল প্রযোজ্য হতে পারে না। আজ বুধবার ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাতীয় সড়কের ফ্লাইওভারের ওপর দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন পাঁচজন। মঙ্গলবার এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওদলাবাড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে

আমার বাংলা
15 July, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

প্রৌঢ়ের হয়রানি

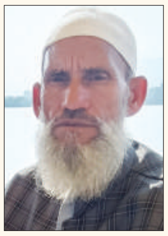

■ জোর করে বাংলাদেশি দাগিয়ে বাড়ি থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিএসএফ তুলে এনেছিল উত্তর দিনাজপুরেরর ৬৬ বছরের প্রৌঢ় জালিল আখতাকরকে। এই ঘটনায় জেলাজুড়ে ছড়িয়ে চাঞ্চল্য। ওই প্রৌঢ়কে শিলিগুড়ির একটি হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়। নাগরিকত্বের সমস্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে অসুস্থ ওই বৃদ্ধকে বাড়ি ফেরানোর আবেদন বারে বারেই জানিয়েছেন তাঁর পরিবার। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে শিলিগুড়ি থেকে জালিলকে পাঠানো হয়েছে চাকুলিয়ার হোল্ডিং সেন্টারে। যদিও খুব কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাননি পরিজনরা।

মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার

■ বাগান থেকে উদ্ধার হল মুন্ডুহীন দেহ। বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনের ঘটনা। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও চা বাগানে পাতা তুলতে আসেন চা শ্রমিকরা। পাতা তোলার সময় চা-বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে একটি মুন্ডুহীন দেহ দেখতে পান। ঘটনার খবর চাউর হতেই ভিড় জমান স্থানীয়রাও। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বাগডোগরা থানা ও ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

যুবক খুন, জখম ১

■ হেরোইনের নেশা কেড়ে নিল যুবকের প্রাণ। বকেয়া টাকা নিয়ে বিবাদ তারপর ডেকে নিয়ে গিয়ে ধারালো হাঁসুয়ার এলোপাথাড়ি কোপ। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন দুই ভাই। হাসপাতালে নিয়ে গেলে এক ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা, অন্য ভাই এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের জালুয়াবাথাল গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা গ্রামে।

চিতাবাঘ ধরতে

■ চিতাবাঘের আতঙ্ক রাজগঞ্জের শাকিরাজোতে। বনদফতরের তরফে পাতা হল খাঁচা। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। সোমবার একটি চা-বাগান থেকে গরুর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর চিতাবাঘের হামলার আশঙ্কা আরও জোরালো হয়। ঘটনার পর মঙ্গলবার আমবাড়ি রেঞ্জের বনদফতরের উদ্যোগে এলাকায় চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতা হয়েছে। গত সপ্তাহে একটি বাছুরের উপর চিতাবাঘ হামলার চেষ্টা করেছিল।

রেলের উদাসীনতায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল কর্মরত ২ শ্রমিকের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : একের পর এক দুর্ঘটনার পরও হুঁশ ফেরেনি রেলের। এবার চালকের উদাসীনতায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল কর্মরত দুই শ্রমিকের। মঙ্গলবার কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ির ঘটনা। ঠিক কী ঘটেছিল? এদিন রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে মোট ১১ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। নিয়মিত কাজ চলার মধ্যেই হঠাৎ দ্রুতগতিতে একটি ট্রেন ওই লাইনে এসে পড়ে। ট্রেন দেখতে পেয়ে শ্রমিকরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই হুড়োহুড়ির মধ্যেই দু'জন শ্রমিক ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। মৃত শ্রমিকদের নাম সুধন বিশ্বাস এবং অসীম সরকার। তাঁদের মৃত্যুর খবরে পরিবার-পরিজন ও সহকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় এলাকার বাসিন্দারা। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন ট্রেনের আগমন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোনও ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কাজের সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছিল কি না, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল কি না এবং কোনও ধরনের গাফিলতি ছিল কি না, সেই সমস্ত বিষয় তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এই ঘটনার পর রেললাইনে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রেললাইনের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করছে জেনেও কেন কোনও আগাম সতর্কতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না? ট্রেনের গতি কতটা ছিল? চালক কেন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি? এসব প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিকরা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন যথাযথ নিরাপত্তা ছাড়া তাঁরা রেললাইনের এই কাজ করবেন না। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং সম্ভাব্য গাফিলতির দিকগুলি সামনে এলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেদিকেই এখন নজর সকলের।

■ ঠিক এই জায়গাতেই ঘটেছে মর্মান্তিক ঘটনা, দেখাচ্ছেন বাকি শ্রমিকরা।

বেআইনি দাগিয়ে চলল বুলডোজার, ভাঙল দোকান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জোর করে বে-আইনি দাগিয়ে চলল বুলডোজার। নির্বিচারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল একের পর এক দোকান। মুহূর্তের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে গেলেন প্রায় ২০০ ব্যবসায়ী। সোমবার জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের ঘটনা। সরকারের কাছে পুনর্বাসন চেয়ে এবং রোজগারের দাবিতে প্রতিবাদ জানালেন ব্যবসায়ীরা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা বলেন, এভাবেই বুলডোজার চালিয়ে বিজেপি মানুষের রোজগার কেড়ে নিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে মাথার ওপরের ছাদ। বিকল্প ব্যবস্থা না করা হলে বড় আন্দোলন হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ভোট লুট করে বিজেপি জেতার পর থেকেই বে-আইনি দাগিয়ে একের পর এক বাড়ি, দোকান ভাঙছে। হকার উচ্ছেদ করছে। মানুষের রুজিরুটি কেড়ে নিয়ে ভাতে মারছে বিজেপি। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে সুপার মার্কেট চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, উচ্ছেদ অভিযানটি বৈষম্যমূলক। তাঁদের দাবি, 'ভাঙতে হলে সব ভাঙতে হবে।' ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেছে বেছে কয়েকজনের দোকান ভাঙা হচ্ছে, অথচ অনেককে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। আইনের চোখে সবাই সমান— এই দাবি তুলে তাঁরা বলছেন, পক্ষপাতমূলক আচরণ না করে নিয়ম সবার জন্যই সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

বন্যায় প্লাবিত গ্রাম, হেমতাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু চাষের জমি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বর্ষার মরশুমে নোনা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন রায়গঞ্জ ব্লকের হেমতাবাদ বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। নদী উপচে জল ঢোকায় প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তোড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ধসে যাওয়ায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ১০টিরও বেশি গ্রাম। ঘরবন্দি ও জলবন্দি হয়ে দিশেহারা অবস্থা হাজার হাজার গ্রামবাসীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির কারণে নোনা নদীর জলস্তর হু হু করে বাড়তে শুরু করে। বিপদসীমা অতিক্রম করে নদীর জল দ্রুত লোকালয় ও চাষের জমিতে প্রবেশ করে। গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যহত হয়ে পড়েছে। প্রায় ১৩ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হচ্ছে রুনিয়া এলাকার বাসিন্দাদেরও। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ বা জরুরি চিকিৎসার জন্য গ্রামবাসীদের বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্যার জল শুধু জনবসতিতেই থমকে থাকেনি, গ্রাস করেছে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি। বিঘার পর বিঘা জমির ফসল এখন জলের তলায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল এভাবে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। চরম আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারা। এলাকার বন্যা পরিস্থিতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের বিডিও কামাল উদ্দিন আহমেদ জানান, বর্তমানে নদীর জলস্তর অনেকটাই বেশি রয়েছে।

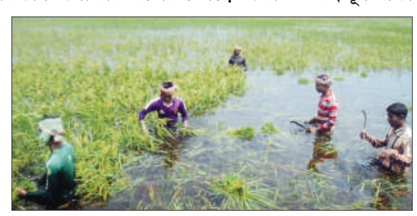

অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে পথে আশাকর্মীরা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : অতিরিক্ত কাজের চাপে বিরক্ত আশাকর্মীরা। এসআইআরের কাজে চাপে যেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বহু বিএলও, মৃত্যুও হয়েছিল অনেকের। তেমনই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কাজে কেওয়াইসির জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে আশাকর্মীদের। এত কাজ তাঁরা করতে পারছেন না, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এই অভিযোগ তুলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন আশাকর্মীরা। প্রতিদিন জেলায় জেলায় প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন তাঁরা। মঙ্গলবার বালপুরঘাটে প্রতিবাদ করেন আশাকর্মীরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি নমিতা মহন্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আশা কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের উপর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা অধিকাংশ আশা কর্মীর পক্ষে বাস্তবে করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর দাবি, অধিকাংশ আশাকর্মী কম্পিউটার বা সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহারে প্রশিক্ষিত নন। ফলে অনলাইনে এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর কাজ তাঁদের দিয়ে করাতে গেলে কাজের গতি ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও ভোগান্তি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ই-কেওয়াইসি এর দায়িত্ব থেকে আশাকর্মীদের অব্যাহতি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এদিন জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন আশা কর্মীরা।

■ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদে আশাকর্মীরা, প্রতিবাদীদের আটকাচ্ছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

15 July, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

আবাস প্রকল্পের বাকি টাকা মেলেনি, দেওয়াল ধসে মৃত শিশু

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : নতুন সরকার এলেও আবাস প্রকল্পের টাকা মেলেনি। তারই শিকার হতে হল এক শিশুকে। দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল মাত্র ২ বছরের শিশুর। আজ সকালে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের আমডহরা গ্রামে। মৃত শিশুর পরিবারের দাবি, যথাসময়ে আবাস প্রকল্পের সুবিধা পেলে আজ এভাবে কোলের শিশুকে হারাতে হত না।

বিষ্ণুপুর ব্লকের আমডহরা গ্রামে পরিবার নিয়ে বসবাস নিম্বর খানের। তৃণমূল-আমলে বারেবারে আবাস প্রকল্পের বাড়ির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন নিম্বর খান। বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে তাঁর নাম আবাসের তালিকাভুক্ত হলেও প্রাপ্তি বলতে প্রথম কিস্তির মাত্র ৬০ হাজার টাকা। পরের কিস্তি আর না মেলায় বাড়ি তৈরির কাজ থেমে যায়। নড়বড়ে একচিলতে মাটির বাড়িতেই পরিবার নিয়ে বসবাস করছিলেন নিম্বর। আজ সকালে বাড়িতে চার প্রতিবেশীর সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি দেওয়াল হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। চাপা পড়ে যায় নাতনি রুমা, পুত্রবধূ মাহেদা, ২ বছরের নাতি তামিম ও প্রতিবেশী রিয়া চৌধুরি। দ্রুত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত শিশু তামিমকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। আহত অন্যদের বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিবারের দাবি, নতুন সরকার আবাস প্রকল্পের বাকি টাকা দিলে এভাবে কোলের শিশুকে হারাতে হত না।

ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চলেছে উদ্ধারকাজ।

ক্লাব উচ্ছেদ নিয়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর বিবাদে ধুন্ধুমার

ক্লাব ঘর ভাঙা নিয়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর গোলমাল।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবার প্রকাশ্যে। সরকারি জমিতে থাকা ক্লাবঘর ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে এডিডিএ কর্তৃপক্ষ। আর তা নিয়েই বিবাদ বিজেপির দুই পক্ষে। দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার করঙ্গপাড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামাতে হল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকার যুবশক্তি স্পোর্টিং ক্লাব দীর্ঘদিন সরকারি জমির উপর রয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌম কেশ অভিযোগ করেন, ৪ তারিখের আগে এই কার্যালয় থেকে তৃণমূলের কর্মকাণ্ড চলত। এলাকার বেশ কিছু মানুষ বাধা দিতে আসেন তাদের সরিয়ে দিয়েছি। পাল্টা আরেক বিজেপি কর্মী রাজু নায়কের দাবি, যদি ভাঙতেই হয়, তাহলে আরও একাধিক কার্যালয় ও ক্লাব রয়েছে সেগুলোও কেউ ভাঙতে হবে। ব্যক্তিহিংসার জন্য আমাদের ক্লাবটিকে ভেঙে দেওয়া হল। প্রতিবাদ করতে গেলে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমরাও দীর্ঘদিন বিজেপি করছি কিন্তু ৪ তারিখের পর যারা বিজেপি হয়েছে, তারাই গণ্ডগোল করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মাকে ফিরে পেলেন ছেলে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : 'তুমি মা, আমাকে পৃথিবীর এই আলো দেখিয়েছিলে', এই অনুভূতিটুকুই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের অণ্ডালের এক মানবিক ঘটনায়। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টই ফিরিয়ে দিল হারিয়ে যাওয়া মাকে। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর মাকে ফিরে পেয়ে আবেগে ভাসলেন ছেলে। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির বাসিন্দা উমারানি অধিকারী চারদিন আগে ব্যাঙ্কের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর হাবড়া যাওয়ার কথা থাকলেও ভুল ট্রেনে উঠে পড়েন। পরে বুঝতে পেরে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেও সম্পূর্ণ অপরিচিত এলাকায় অসহায়ভাবে ঘুরতে থাকেন। স্থানীয়দের মাধ্যমে তাঁর খবর পৌঁছয় 'অণ্ডাল পরিবার'-এর সদস্যদের কাছে। বৃদ্ধার পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছবি ও তথ্য প্রকাশ করা হয়। সেই পোস্টই পৌঁছে যায় উমারানির ছেলে বরুণ অধিকারীর নজরে। মায়ের ছবি দেখে তিনি দ্রুত যোগাযোগ করেন এবং অণ্ডালে এসে মাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অণ্ডাল পরিবার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় সিংহ জানান, বৃদ্ধার পরিচয় জানার জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করি। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই পোস্ট পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। তারপরেই ছেলে মায়ের কাছে চলে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যায় মাকে। মাকে ফিরে পেয়ে ছেলে বরুণ জানান, মা ব্যাঙ্কের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি।

মাকে নিতে এলেন ছেলে।

অনবসর পর্ব শেষে আজ খুলে যাবে জগন্নাথের দ্বার

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

স্নানযাত্রার পরে জ্বরে কাবু প্রভু জগন্নাথ ও তাঁর দাদা-বোন। আয়ুর্বেদিক পাঁচনে সুস্থ হয়ে অবশেষে ১৫ দিনের অনবসর পর্ব কাটিয়ে বুধবার থেকে ভক্তদের মাঝে দেখা দেবেন জগন্নাথ। সেই আধ্যাত্মিক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থাকতে মঙ্গলবার থেকেই ভক্তদের ভিড় জমল সৈকতশহর দিঘায়। ইতিমধ্যে রথের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। নিরাপত্তার পাশাপাশি সাজিয়ে তোলা হয়েছে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পৃথক তিনটি রথ। সকাল ছটা নাগাদ খুলে যাবে জগন্নাথের দুয়ার। ভোর চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙানো হবে জগন্নাথের। এরপর প্রতীকী স্নান করানোর পর নতুন পোশাকে সাজানো হবে জগন্নাথ ও অন্যদের । এরপরে মঙ্গলারতি। সকাল ৬টা নাগাদ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে দুয়ার। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার জন্য অন্নভোগ দেওয়া হয়নি, তাই দুপুরে ৫৬ ভোগও থাকবে। মন্দির সূত্রে খবর, রথের জন্য আগে থেকেই মন্দিরের মূল গেটের সামনে নিয়ে আসা হবে তিনটি রথকে। মঙ্গলবার থেকেই রঙিন আলোয় সেজে উঠেছে সৈকতশহর। পাশাপাশি পুলিশের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢলে সাজা হয়েছে।

মুহুর্মুহু হাতির আক্রমণ জোর বাঁচলেন বনকর্মীরা

সংবাদদাতা মেদিনীপুর : সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টি। তার মাঝে বন দফতরে গ্রামবাসীদের ফোন আসছে লোকালয়ে পৌঁছে গিয়েছে হাতির দল। খাবারের খোঁজে ভেঙে ফেলতে পারে বাড়ি। কয়েকদিন ধরেই ৩০টি হাতি জমির ফসলের ক্ষতি করছে। হাতির পালকে সরাতে মশাল টিম সহ বনকর্মীরা বৃষ্টির মধ্যেই পৌঁছে যান। লোকালয় থেকে হাতির পাল ফের জঙ্গলে প্রবেশ করে। বৃষ্টি কমলে শুক্রবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ ফের হাতির পাল জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে, খবর পেয়ে বনকর্মীরা ও মশাল টিম 'ঐরাবত' গাড়ি নিয়ে রওনা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া রেঞ্জের বড়াশুলি এলাকায় ক্যানেল পাড়ে পৌঁছতেই একটি হাতি হঠাৎ আক্রমণ করে গাড়িটিকে। জোরে ধাক্কা দিলে গাড়িটি উল্টে যায়। ভিতরে ছিলেন ১৩ জন। বেগতিক দেখে পেছনের আরেকটি গাড়িতে থাকা রেঞ্জ অফিসার সব্যসাচী হাজরা ও অন্য বনকর্মীরা ও মশাল টিমের সদস্যরা মশাল জ্বালিয়ে কোনওরকমে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে সবাইকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হামলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে গাড়িটির।

সেমিফাইনালের আগেই মিষ্টি-মেসি মাতাচ্ছে দুর্গাপুর

সনাতন গড়াই • দুর্গাপুর

মেসির পায়ে বিশ্বকাপের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নই মিষ্টির রূপ পেল দুর্গাপুরে। সেমিফাইনাল নিয়ে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় প্রিয় ফুটবলারের প্রতি ভালবাসা জানাতে তার মূর্তি গড়ে তুললেন দুর্গাপুরের মিষ্টি ব্যবসায়ী। খোয়া, মিষ্টির নানা উপকরণ ও রঙে জীবন্ত হয়ে উঠেছে লিওনেল মেসির প্রতিকৃতি। দ্রুত সেই মিষ্টি-মেসি হয়ে উঠেছে শহরের অন্যতম আকর্ষণ। দুর্গাপুরের মামড়া বাজারের পরিচিত মিষ্টি ব্যবসায়ী দেবাশিস ঘোষ ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্টিনা দলের অন্ধভক্ত। আর মেসি তাঁর কাছে শুধু একজন ফুটবলার নন, আবেগ, ভালোবাসা আর এক স্বপ্নের নাম। সেই স্বপ্নপূরণের আশায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আগেই তিনি মিষ্টির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন প্রিয় তারকাকে। দেড় কেজি খোয়া, অন্য উপকরণ এবং ফুড কালার দিয়ে তৈরি হয়েছে। মেসির মুখ, দাড়ি, চুল থেকে শুরু করে জার্সির রঙ— খুঁটিনাটিতে নিখুঁত কারুকার্য। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, যেন সশরীর দাঁড়িয়ে। মেসি-প্রেমীরা কেউ মোবাইলে ছবি তুলছেন, কেউ সেলফি তুলছেন, কেউ উচ্ছ্বাসে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন— মেসি, মেসি। দেবাশিস বলেন, বর্ষার জন্য বড় করে বানানো সম্ভব হয়নি। তাই ছোট আকারেই করেছি। আমাদের একটাই আশা, এবারও মেসি যেন বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েন। ওঁর হাতে বিশ্বকাপ উঠুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা।

ডেবরায় ব্যবসায়ীর ছিনতাই

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : সন্ধ্যার পরই বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় চলছে পুলিশের টহল। তার মধ্যেই ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘিরে শোরগোল ডেবরায়। সোমবার রাতে ডেবরা বাজার সংলগ্ন এলাকায় সঞ্জয় দোলই নামে এক সোনার ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময়ই পিছন থেকে অন্য একটি মোটরবাইকে তিন দুষ্কৃতী এসে তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা তাঁর ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ব্যাগে দোকানের চাবি ছাড়া কিছু ছিল না বলে পুলিশকে জানিয়েছেন সঞ্জয়। তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের এক আধিকারিক। এও জানিয়েছেন, সঞ্জয়ের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। দিনকয়েক আগে খড়্গপুর শহরেও একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় তিনজন ধরা পড়েছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়ঙ্কর ভেজাল মহারাষ্ট্রের দুধে। ডিটারজেন্ট পাউডার, পাম তেল ও নিম্নমানের রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ২.৩ কোটি লিটার সিন্থেটিক দুধ। ধারাশিব জেলার ভুম তালুকের এই ভেজাল চক্রটি ধরা পড়ে গেল গুণমানের পরীক্ষায়

আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির নামে ৫০ কোটি টাকার প্রতারণা!

বিজেপির নয়া কেলেঙ্কারি

লখনউ: এরপরেও কি নিজেদের বিশ্বাসযগ্যতা নিয়ে বড়াই করা সাজে বিজেপি বা সেই দলের কোনও নেতার? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা করে তাঁর প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের জমি জবরদখল করল বিজেপির এক 'গুণধর' নেতা। নির্লজ্জ ওই নেতার প্রতারণার দোসর হয়েছে আরও ৯ বিজেপি নেতা-কর্মী। বারাণসীর বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি সুরেশ কুমার সিং -সহ মোট ১০ জনের মধ্যে দায়ের করা হয়েছে মামলা। বিভিন্ন রাজ্যে যখন অসহায় সাধারণ মানুষ সরকারের প্রকল্প পাওয়া নিয়ে দিশেহারা, তখন উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড পাইয়ে দেওয়ার নামে বিজেপি মেতেছে নয়া কেলেঙ্কারিতে। এক কিডনি রোগীর কাছ থেকে ৫০ কোটি টাকার জমি জবরদখল করার অভিযোগ উঠেছে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। বারাণসী

আদালতে দায়ের করা হয়েছে মামলা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ওম প্রকাশ মিশ্রের স্ত্রী প্রমিলা মিশ্র জানান ওম প্রকাশ কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন বলে সপ্তাহে দুবার ডায়ালাইসিস করাতেন। ওম প্রকাশের একমাত্র ছেলে মোরাদাবাদে একজন ডাক্তার এবং তাঁর ভাইপো বিশাল মিশ্র তাঁর দেখাশোনা করতেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিশাল, রবি উপাধ্যায়, বরুণপতি উপাধ্যায়, প্রবীণ সিং, নীতীশ রায়, বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি সুরেশকুমার সিং, অজয় তিওয়ারি, প্রশান্ত সিং, অনিল কুমার এবং সত্যংশু সিং আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির নামে ৫০ কোটি টাকার জমি জবরদখল করে নেন বলে অভিযোগ। ওমপ্রকাশ সপ্তাহে দু-বার ডায়ালিসিস করাতেন। তাঁর ভাগনে তাঁকে পরামর্শ দেন যে একটি আয়ুষ্মান কার্ড পেলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পাবেন। এর পরেই ওমপ্রকাশের মোবাইল নম্বর ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে একটি দানপত্রের মাধ্যমে তাঁকে প্রায় ৬৫ বিঘা জমি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক জায়গা দান করার জন্য লিখিয়ে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি এস্টেটের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা আয়ুষ্মান কার্ডের খোঁজখবর নিয়ে দেখেন ভাগনে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রমিলাদেবীর ছেলে বারাণসীতে পৌঁছে গঙ্গাপুরের জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে জানতে পারেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের নামে থাকা সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন পরিবার। কোর্টের নির্দেশে পুলিশ ৫০ কোটি টাকার জমি দখলের অভিযোগে ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

মোদিরাজ্যে পুড়িয়ে খুন বিধবাকে

প্রতিবেদন : ধারের ৫ হাজার টাকা মেটাতে না পারায় মোদিরাজ্যে পুড়িয়ে খুন করা হল বিধবা মহিলাকে। প্রতিবেশি বাবু ভাইয়ের কাছ থেকে একমাস আগে ওই টাকা ধার নিয়েছিলেন পিঙ্কিবেন নামে ওই মহিলা। গুজরাতের সটান জেলার ঘটনা। পাশাপাশি বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রেও নারী নিরাপত্তা তলানিতে। রবিবার ইগতপুরী তালুকের ভাবলি ডেমে পিকনিক করে ফেরার সময় এক মহিলাকে যৌনহেনস্থা করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক । প্রতিবাদ করায় ১৫ কিমি তাড়া করে গাড়ি ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, বয়কট করুন বিজেপিকে

মন্দিরের প্রণামী লুঠের দুর্নীতিচক্র হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন অখিলেশ

লখনউ: সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে মন্দিরের অনুদান লুঠের দুর্নীতিচক্র কীভাবে জাল বিছিয়েছে তা ফাঁস করে দিলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। এই দুর্নীতিচক্র গড়ে ওঠা এবং তার বিপজ্জনক বাড়বাড়ন্তের জন্য তিনি সরাসরি দায়ী করেছেন বিজেপিকে। তাঁর সাফ কথা, এটি শুধুমাত্র কোনও সাধারণ দুর্নীতির বিষয় নয়, আসলে একটি সুপরিকল্পিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে তিনি অভিযোগ করেছেন, সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আবেগকে কাজে লাগিয়ে মন্দিরে অনুদান সংগ্রহের নামে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। রশিদ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝেই আত্মসাৎ করা হচ্ছে অনুদানের একটি অংশ। তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন, সংগৃহীত অর্থের পূর্ণাঙ্গ হিসেবে জনসমক্ষে তো প্রকাশ করা হয়ই না, বরং সেই অর্থের একটি বড় অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নামে ওই টাকা ট্রান্সফার করা হয়। রামমন্দির, বদ্রীনাথ এবং অসম, গুজরাতের মন্দিরে প্রণামী লুঠ ও চুরির ঘটনায় গোটা দেশ যখন তোলপাড়, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের এই বিস্ফোরক

পোস্ট নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অখিলেশের সতর্কবার্তা, বিজেপি এবং তার শাগরেদদের ক্রিমিনোলজি প্রতিটি গ্রামে, শহরে, বস্তিতে। এদের অবশ্যই বয়কট করা উচিত প্রকৃত দেশপ্রেমীদের।

দুর্নীতিচক্র কীভাবে কাজ করে তাও পরপর তুলে ধরেছেন অখিলেশ। বিজেপির দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন বিদ্রুপের তিরও।

দেখিয়ে দিয়েছেন, অনুদানের টাকা কীভাবে জমি কেনা, নির্মাণকাজ এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে ব্যয় করা হয়। অনুদান আদায়ের নেপথ্যেও কাজ করে সুনির্দিষ্ট ছক। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের পরিচিতদের মাধ্যমে গোপনে যোগাযোগ করা হয়। তারপরে তাঁদের আবেগ ও বিশ্বাসের সুযোগে মোটা অঙ্কের আর্থিক অনুদান আদায় করা হয়। তা অনেকসময় আসে মূল্যবান অলঙ্কার কিংবা ধাতু হিসেবেও।এরজন্য দেশের মন্দিরগুলোতে বিশেষ ট্যুরেরও আয়োজন করা হয় এই উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে যে অনুদান আদায় করা হয় তার বিনিময়ে যথাযথ রশিদও দেওয়া হয় না অনেক সময়, বদলে দেওয়া হয় নকল রশিদ।

অখিলেশের অভিযোগ মন্দিরের ট্রাস্টও অনেক সময় তৈরি করা হয় দুর্নীতির অঙ্গ হিসেবেই। সদস্য করা হয় পেটোয়া লোকজনকে। ধরা পড়লে ছাড়িয়েও আনা হয়। লুঠের টাকায় জমি কেনা হয় সস্তা দরে। তারপরে তা বিক্রি করে মোটা মুনাফা ঢুকে যায় দুর্নীতিবাজদের পকেটে। গড়ে তোলা হয় আনরেজিস্টার্ড অফিস। লুঠের সময় অদ্ভুতভাবে বিকল করে দেওয়া হয় সিসিটিভি ক্যামেরা। তারপরে চুরির টাকা, অলঙ্কার বা মূল্যবান ধাতু বস্তায় ভরে পাচার করে দেওয়া হয় অন্যরাজ্যে। চরম দুর্নীতিবাজ বিজেপিকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন অখিলেশ।

সোনম: আবেগঘন পোস্ট মহুয়া-সাগরিকার

নয়াদিল্লি: আমাদের জন্যই আপনার বেঁচে থাকা জরুরি। দয়া করে অনশন প্রত্যাহার করুন। লড়াই জারি রাখুন—সোমবার অনশনরত বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে সমাজমাধ্যমে এই ভাষায় পোস্ট করলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

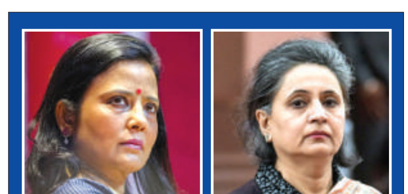

এদিকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ এদিন সমাজমাধ্যমে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন, ১৭ দিন অনশনের ফলে দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে সোনম ওয়াংচুকের। কিন্তু অমানবিক নরেন্দ্র মোদির হুঁশই নেই সেদিকে। সাগরিকা জানিয়েছেন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টি সামনের লোকসভার বাদল অধিবেশনে তুলবেন তাঁরা।

মঙ্গলবার মহুয়া বলেছেন, সরকার আপনার এবং কোটি কোটি যুবকের জীবন নিয়ে আদৌ ভাবিত নন। সোনমকে 'স্যর' বলে সম্বোধন করেছেন মহুয়া। সোনমের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ বার্তা, বিচারের লড়াইয়ে দেশের যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করেছে আপনার অনশন। আপনার লক্ষ্যে আপনি সফল। লক্ষণীয়, ১৭ দিনে পড়ল সোনমের অনশন। নিট কেলেঙ্কারির নৈতিক দায়িত্ব শিকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে তিনি অনড়। ইতিমধ্যেই দিল্লির যন্তরমন্তরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এসেছেন মহুয়া।

বিশ্ববাজারে ধাক্কা, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে রেকর্ড পতন টাকার

নয়াদিল্লি: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি ভেঙে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় ইরানের ওপর হামলা শুরু করতেই বিশ্ববাজারে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় মুদ্রা। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার দাম মঙ্গলবার ৯৬.২০ টাকায় পৌঁছে যায়। এর আগে গত সোমবার এশিয়ার মুদ্রাগুলির মধ্যে ভারতীয় টাকার পারফরম্যান্স ছিল সবচেয়ে খারাপ। সেদিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম ০.৩১ শতাংশ কমে এক মাসের সর্বনিম্ন স্তর ৯৫.৬২ টাকায় গিয়ে ঠেকে। এমনকি লেনদেনের এক পর্যায়ে তা ৯৫.৮৫ টাকা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল।

টাকার এই সাম্প্রতিক পতনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম। যুদ্ধ তীব্র হতেই বিশ্ববাজারে তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। একদিনেই তেলের দাম প্রায় ১০ শতাংশ লাফানোর পর আজ ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেলে ৮৪ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। তবে ভারতের জন্য এই সংকট নতুন নয়; চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালানোর পর থেকেই ভারতীয় মুদ্রা চাপের মুখে পড়েছিল। এইচডিএফসি সিকিউরিটিজের সিনিয়র রিসার্চ অ্যানালিস্ট দিলীপ পারমার জানান, ভারত একটি বড়

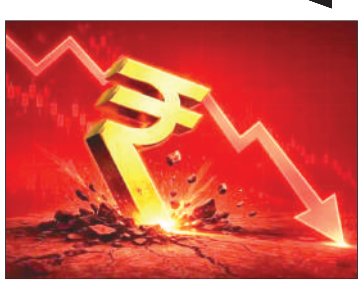

তেল আমদানিকারক দেশ হওয়ায় তেলের দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে টাকার ওপর, যার ফলে এশিয়ার মুদ্রাগুলির মধ্যে টাকার অবস্থা এখন সবচেয়ে দুর্বল। অথচ কিছুদিন আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নানামুখী পদক্ষেপের জেরে টাকার মান কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ৯৪-এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল। কিন্তু গত এক বছরের খতিয়ান দেখলে দেখা যাবে, ডলারের তুলনায় টাকার দাম প্রায় ১০.২৭ শতাংশ কমেছে। এদিকে যুদ্ধের আবহে দেশের আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় জুনে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি (মার্চেন্ডাইজ ট্রেড ডেফিসিট) গত পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০.৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুনে ভারতের রফতানি আগের বছরের তুলনায় ১৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.৪১ বিলিয়ন ডলার হলেও আমদানি এক ধাক্কায় ৩১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০.৮৪ বিলিয়ন ডলারে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণে অপরিশোধিত তেল, ইলেকট্রনিক্স এবং রাসায়নিক সামগ্রী আমদানিতে বিপুল খরচ হওয়ার কারণেই এই ঘাটতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রেটিং সংস্থা ইক্রা-র প্রধান অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার জানান, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং তেলের দামের ওপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে। ইক্রা-র অনুমান, ২০২৭ অর্থবর্ষে ভারতের চলতি হিসাবের ঘাটতি (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট) বেড়ে জিডিপি-র অন্তত ১.০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

দেশ বিদেশ

15 July, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়িতে ৮১ ফুট উঁচু রামের মূর্তি নির্মাণের প্রধান উদ্যোক্তা তথা শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাসচন্দ্র তরণী দাসকে গ্রেফতারের কথা ঘোষণা করল বাংলাদেশ প্রশাসন। তাঁর বিরুদ্ধে মানি-লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে

বিবেকহীন মোদি সরকার

সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে ফোনে কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনশন তোলার আর্জি ১,৮২১ বিশিষ্ট নাগরিকের

নয়াদিল্লি: নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস সহ শিক্ষাক্ষেত্রে লাগাতার দুর্নীতির প্রতিবাদে জাতীয় রাজধানীর যন্তর-মন্তরে গত ১৭ দিন ধরে অনশন চালাচ্ছেন পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক-সহ অন্যরা। ককরোচ জনতা পার্টির তরফে অভিজিৎ দীপকে জানান, সোনমের সঙ্গে ফোন কথা বলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের সুবিচারের দাবিতে সিজেপির আন্দোলনে সংহতি ও সমর্থন জানিয়েছেন নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান দীপকে। এর পাশাপাশি অনশনরত আন্দোলনকারীদের অনশন প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে খোলা চিঠি দিলেন দেশের ১,৮২১ জনেরও বেশি বিদ্বজন। এই বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে আছেন শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বনামধন্যরা। চিঠিতে তাঁরা বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক এবং অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অনশন শেষ করার আবেদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁরা কেন্দ্রের উদাসীন ভূমিকার সমালোচনা করেন।

বর্তমান আন্দোলনকারীদের মূল দাবি—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্টরা। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ, অভিনেত্রী রত্না পাঠক শাহ, লেখিকা অরুন্ধতী রায়,

অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ দ্রেজ, অনুরাধা চেনয়, জয়তী ঘোষ, নিবেদিতা মেনন, রাধা কুমার, মধু ভূষণ, সঞ্জয় কাক, ললিতা রামদাস, কবিতা শ্রীবাস্তব, আদিত্য নিগম, অরুন্ধতী ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনশনকারীদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের নাগরিক হিসেবে তাঁরা আন্দোলনের দাবি ও উদ্দেশ্যের প্রতি সম্পূর্ণ একাত্ম। শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের অধিকারের প্রশ্নে যে সাহস, দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের সঙ্গে আন্দোলনকারীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, অনির্দিষ্টকালের অনশনে আন্দোলনকারীদের শারীরিক অবস্থাকে আরও সংকটজনক করে তুলতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের জন্য তাঁদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি। খোলা চিঠিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করে স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন, এই সরকারের হৃদয় বা বিবেক নেই! তাঁদের দাবি, অতীতে সরকার যেভাবে বিভিন্ন আন্দোলনকারীর সঙ্গে আচরণ করেছে, তা থেকে স্পষ্ট যে শুধুমাত্র অনশন চালিয়ে গেলে সরকারের অবস্থানে পরিবর্তন আসবে, এমন আশা করা কঠিন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা দিল্লির মহিলা কুস্তিগীরদের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, বন্দি যাজক স্ট্যান স্বামীর কারাবন্দি অবস্থায় চিকিৎসা ও ন্যূনতম মানবিক সুবিধা না পাওয়ার ঘটনা এবং গঙ্গাদূষণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতায় অনশনরত আইআইটি-র অধ্যাপক ও পরিবেশবিদ জি ডি আগরওয়ালের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, বর্তমান আন্দোলনটি কোনও স্বল্পমেয়াদি লড়াই নয়, বরং দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম। তাই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের সুস্থ ও সক্রিয় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই অনশন অবিলম্বে প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৬ সালের ২০ জুলাই দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা 'মার্চ টু পার্লামেন্ট'-এ রাজধানীর বাসিন্দাদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাক্ষরকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই আবেদন কোনওভাবেই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার নয়; বরং আন্দোলনের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং দীর্ঘ সংগ্রামে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকারের প্রকাশ। চিঠির শেষে আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী চেতনাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলা হয়েছে, এই লড়াইয়ের মনোভাব সর্বস্তরে প্রশংসাযোগ্য।

রামমন্দির, বদ্রীনাথের পর মোদিরাজ্যের মন্দিরে অনুদান চুরি

আহমেদাবাদ: বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিনের রাজ্যগুলিতে মন্দিরের অর্থ তছরুপ অব্যাহত। রামমন্দির, বদ্রীনাথের পর এবার মোদিরাজ্য। গুজরাটের বিখ্যাত অম্বাজি মন্দিরে

ভক্তদের দানের অর্থ চুরির অভিযোগ। এই ঘটনা সামনে আসার পর মন্দিরের তিন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছেন বানাসকাঁঠা জেলার কালেক্টর মিহির প্রবীণ কুমার প্যাটেল। সম্প্রতি অযোধ্যার রামমন্দির এবং উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধামে দানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সামনে আসার পর অম্বাজি মন্দিরের ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মিহির প্যাটেল জানান, অম্বাজি মন্দির ট্রাস্ট প্রতি মঙ্গলবার নিয়মিতভাবে দানের অর্থ গণনার কাজ করে। প্রায় দু'মাস আগে এমনই এক গণনার সময় দেখা যায়, গণনা চলাকালীন এক কর্মী নগদ অর্থের একটি বান্ডিল সরিয়ে নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হতেই মন্দির ট্রাস্ট অবিলম্বে পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং মন্দিরের তিন কর্মীকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত তিনজনকেই অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা কালেক্টর। তদন্ত এখনও চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, ঘটনাটি প্রথম ঘটে গত ৫ মে। আর মন্দিরের অভ্যন্তরীণ সিসিটিভি ফুটেজ ফাঁস হয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ২০২৬ সালের জুলাই মাসে ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক জনরোষের সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচনা শুরু হতেই দানের অর্থ গণনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চালু করেছে অম্বাজি মন্দির ট্রাস্ট। প্রশাসনের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেজন্য অর্থ গণনা ও সংরক্ষণের পুরো প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত নজরদারি এবং কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। অম্বাজি মন্দিরের এই ঘটনা এমন সময় সামনে এল, যখন অযোধ্যার রামমন্দিরে দানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে। চুরির অভিযোগ নিয়ে শুরু কার্যত নিষ্ক্রিয় রামকে নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির সরকার। সিবিআই, ইডির মত এজেন্সিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারে অভ্যস্ত মোদি সরকার রামমন্দিরের বিরাট দুর্নীতি ধামাচাপা দিতেই ব্যস্ত।

ভারতীয় ক্রু খুনের ঘটনায় তেহরানের কাছে কূটনৈতিক প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি: হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। এই হামলাকে সমুদ্রকর্মীদের ওপর সহিংসতা এবং বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ দিয়ে অবাধ ও নিরাপদ যাতায়াতের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছে নয়াদিল্লি। হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার সময় ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ইরানি দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশনকে তলব করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এই হামলায় এক ভারতীয় ক্রু সদস্য নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনার পরই তেহরানের কাছে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানায় ভারত।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ভারত পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর গভীর নজর রাখছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক নৌপথে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক জাহাজের অবাধ ও নিরাপদ যাতায়াতের প্রতি ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। স্পষ্ট করে বলেন, সব দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই এই নিরাপত্তা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। হরমুজ প্রণালী সংলগ্ন এলাকায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝে একের পর এক হামলায় ভারতীয় সমুদ্রকর্মীদের হতাহত হওয়ার ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়ে চলেছে। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর

রণক্ষেত্র হরমুজ প্রণালী

থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের পারস্পরিক হামলায় এই কৌশলগত জলপথে অন্তত ৯ জন ভারতীয় ক্রু সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। গত ১ মার্চ মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনায় প্রথম এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর খবর আসে। কোনো পক্ষ এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর জন্য ইরানকে দায়ী করে। এর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ওমান উপকূলের কাছে পালাউয়ের পতাকাবাহী ট্যাঙ্কার 'স্কাইলাইট'-এ হামলায় আরও দুই ভারতীয় নাবিক নিহত হন। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পতাকাবাহী দুটি জাহাজ 'এমটি আল বাহিয়া' এবং 'এমটি মোমবাসা'র ওপর সাম্প্রতিক হামলায় ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই দুটি জাহাজে মোট ৪৬ জন ক্রু সদস্যের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন ভারতীয়। পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে হামলা এবং ক্রমবর্ধমান শত্রুতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করার এবং আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সংলাপ ও কূটনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে। মন্ত্রক জোর দিয়ে বলেছে, আন্তর্জাতিক আইন মেনে যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক নৌপথে অবাধ নৌ চলাচল ও বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করতে এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, 'এমটি আল বাহিয়া' জাহাজে থাকা ১২ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে একজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, 'এমটি মোমবাসা' জাহাজে থাকা ১৮ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৯ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত সমুদ্রকর্মীর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে বিদেশমন্ত্রক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্টেথো স্কোপ

ব্যথা কমাতে রোজ দিনে দু'বার ১৫ মিনিট করে কাঁধে গরম সেঁক দিন। এরপর ১০ মিনিট বরফের টুকরো তোয়ালেতে পেঁচিয়ে লাগান। এতে ফোলাভাব ও ব্যথা কমবে। হালকা গরম তেল আক্রান্ত-কাঁধে আলতো হাতে ম্যাসাজ করতে পারেন

ফ্রোজেন শোল্ডার

ফ্রোজেন শোল্ডার নামটা খুব চেনাশোনা হলেও রোগটি আসলে বড় বালাই। কাঁধের যন্ত্রণা এবং স্থবিরতায় মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম। পুরুষের তুলনায় মহিলারাই এই সমস্যায় ভোগেন বেশি। কেন হয় এই রোগ? প্রতিরোধের উপায় কী? লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ইদানীং রোজ ঘুম থেকে ওঠার পর ডান হাতটা নাড়াতে পারে না দিশান। খুব যন্ত্রণা হয়। কাঁধটা শক্ত হয়ে থাকে। নড়াচড়া করতে গেলেই লাগে। বেশ কিছুক্ষণ স্ট্রেচ করতে করতে ঠিক হয়। রিমা ছেলের এই সমস্যা বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে। ওর স্কুল ব্যাগটা প্রচণ্ড ভারী বরাবর। মোটা মোটা অঙ্ক বই, কম্পিউটার সায়েন্সের বই, খাতাপত্র নিতে নিতে থান ইটের মতো ওজন হয়ে যায়। প্রথম প্রথম বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়নি রিমা। ভারী ব্যাগের কারণেই এমনটা হচ্ছে ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পারল বিষয়টা সিরিয়াস। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ধরা পড়ল যে দিশানের ফ্রোজেন শোল্ডার হয়েছে।

কী এই ফ্রোজেন শোল্ডার

হিমায়িত কাঁধ বা সহজ বাংলায় জমাট কাঁধ বা কাঁধ শক্ত হয়ে যাওয়াই হল ফ্রোজেন শোল্ডার। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম 'অ্যাডেসিভ ক্যাপসুলাইটিস'। কাঁধের জয়েন্টের চারপাশের টিস্যু ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায় এবং নড়াচড়া সীমিত হতে থাকে। যে জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধি দিয়ে হাত ও কাঁধ সংযুক্ত থাকে সেই অস্থিসন্ধিতে থাকা হাড়, লিগামেন্ট, টেন্ডনগুলো একটি টিস্যু দিয়ে আবৃত থাকে। সেই টিস্যু ফুলে শক্ত হয়ে গেলে ফ্রোজেন শোল্ডার হয়। এটা কাঁধের অতিরিক্ত ব্যবহার বা আঘাতজনিত কারণে মাংশপেশি শক্ত হওয়া বা সন্ধিস্থলে রক্ত প্রবাহ কমে যাওয়া থেকে হতে পারে। সাধারণত আমাদের মাংসপেশি শরীরের সমানুপাতিক ছন্দের চলনে সাহায্য করে। যখন এইসব পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধের জড়তার সৃষ্টি হয়।

ফ্রিজিং ধাপ : এই সময়ে কাঁধে ব্যথা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। হাত নাড়ানো কঠিন হয়। ব্যথা রাতে বেশি বাড়ে।

ফ্রোজেন ধাপ : এই সময়ে ব্যথা কিছুটা কমে যায়, কিন্তু কাঁধ একদম শক্ত হয়ে জমে থাকে। দৈনন্দিন কাজ যেমন— চুল আঁচড়ানো বা জামা পরাও কঠিন হয়।

মেল্টিং ধাপ : কাঁধের নড়াচড়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যথা চলে যায়।

ফ্রোজেন শোল্ডারের কারণ

■ কাঁধের অন্যতম কারণ হল অস্টিওপোরোসিস। হাড়ক্ষয়জনিত রোগে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির কোনও কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হলে হাড়ের প্রান্তীয় কোনও অংশ ভেঙে যায় তখন ফ্রোজেন শোল্ডার হয়।

■ কোন ফ্র্যাকচার, অস্ত্রোপচার বা অন্য কোনও রোগের কারণে দীর্ঘদিন কাঁধ স্থির বা নাড়াচাড়া না করলে জয়েন্টের চারপাশের টিস্যু শক্ত হয়ে যায়।

■ ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ফ্রোজেন শোল্ডারের ঝুঁকি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি। রক্তে শর্করার কারণে কাঁধের জয়েন্টের ক্যাপসুল (টিস্যু) ঘন ও শক্ত হয়ে যায়। অতিরিক্ত চিনি কাঁধের কোলাজেন প্রোটিনের সঙ্গে আঠার মতো লেগে যায়। একে গ্লাইকেশন বলে। এছাড়াও, রক্ত চলাচল কমে যাওয়ায় প্রদাহ বাড়ে। হাত নাড়ানো কঠিন হয়।

■ থাইরয়েড বা পারকিনসন্স-এর রোগীদের এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাইপোথাইরয়েডিজম বা হাইপারথাইরয়েডিজম-এর ফলে পেশি ও হাড়ের সংযোগস্থলে প্রদাহ বা ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে কাঁধের জয়েন্ট শক্ত হয় এবং যন্ত্রণা হতে থাকে। পারকিনসন্স রোগটি মূলত মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্ষতি করে। এর ফলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নামের রাসায়নিক কমে যায়। ডোপামিন আমাদের পেশি ও শরীরের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। এর ঘাটতিতে পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং কাঁধ নাড়াতে কষ্ট হয়।

■ ভারী ওজন বইলে বা কাঁধে অতিরিক্ত চাপ দিলে ফ্রোজেন শোল্ডার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ভারী ওজন বহন করলে কাঁধের পেশি এবং জয়েন্টের আবরণীতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এর ফলে সেখানে ছোটখাটো আঘাত, প্রদাহ বা টিস্যু ছিঁড়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন এই চাপ চলতে থাকলে কাঁধের ভেতরের অংশ শক্ত হয়ে যায় এবং হাত নাড়াতে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলাদের এই সমস্যার প্রবণতা বেশি।

প্রতিরোধের উপায়

■ ফ্রোজেন শোল্ডার প্রতিরোধে নিয়মিত হাতের ব্যায়াম জরুরি। কাঁধের জড়তা কাটাতে হাত ছোট-ছোট বৃত্তাকার ঘুরিয়ে ব্যায়াম বা হাত দুটি ওপরের দিকে টানটান করা খুব কার্যকরী।

■ হালকা স্ট্রেচিং খুব ভাল। কাঁধ স্বাভাবিক রাখতে হালকা স্ট্রেচিং বা পেশি প্রসারিত করার ব্যায়াম দারুণ কাজ দেয়।

■ কোনও ভারী কাজ করার মাঝে বিরতি নিন এবং কাঁধকে বিশ্রাম দিন। খুব বেশি একটানা ভারী ওজন বইবেন না।

■ সঠিক ভঙ্গিতে বসা বা শোয়া অভ্যেস করুন। পিঠ ও ঘাড় সোজা রাখুন। ঝুঁকে বসে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যথা এড়াবেন। উপসর্গ বুঝে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ফ্রোজেন শোল্ডারের চিকিৎসা

■ এই রোগের প্রধান চিকিৎসা হল ফিজিওথেরাপি। একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ফিজিওথেরাপি করলে সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন। সেই সঙ্গে স্ট্রেচিং-ব্যায়াম ও দেন বিশেষজ্ঞ এতে কাঁধের আড়ষ্টতা ও ব্যথা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

■ ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতে চিকিৎসকেরা সাধারণত ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ দেন যেমন— আইবুপ্রোফেন বা অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন।

■ ব্যায়াম বা ওষুধে কাজ না হলে, ব্যথার তীব্রতা কমাতে কাঁধের জয়েন্টে কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

■ খুব বিরল ক্ষেত্রে, অন্য কোনো চিকিৎসায় কাজ না হলে কাঁধের ভেতরের শক্ত টিস্যু আলগা করতে সাজারির প্রয়োজন হতে পারে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

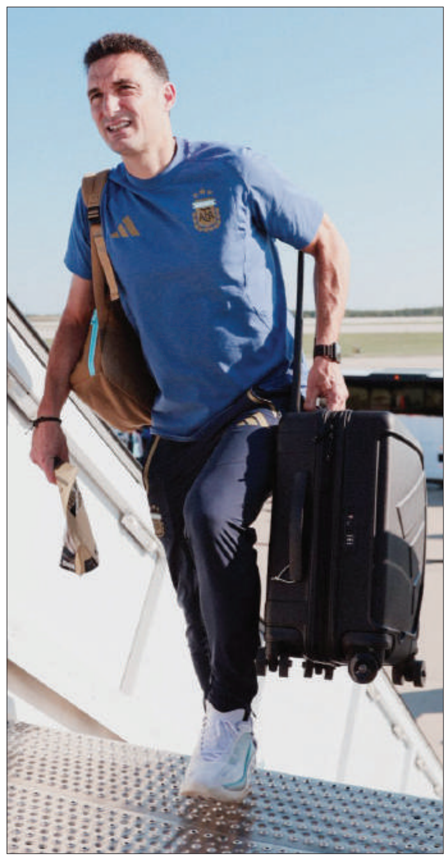

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

15 July, 2026 • Wednesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৫ জুলাই ২০২৬
বুধবার

বিশ্বকাপ চলাকালীন পেরুতে জন্মানো ৪৬৮টি নবজাতকের নামকরণ হয়েছে হালান্ডের নামে

সহজ জয়ে ১-০ শুভমনদের

ইংল্যান্ড ২৫৮ (৪৭.৫ ওভার)
ভারত ২৬২/৪ (৪৫.২ ওভার)

বার্মিংহ্যাম, ১৪ জুলাই : আয়ারল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ড, টানা ছয় ম্যাচ হারের পর প্রথম জয় পেল ভারত। মঙ্গলবার এজবাস্টনে তারা ইংল্যান্ডকে প্রথম একদিনের ম্যাচে ৬ উইকেটে হারিয়েছে। ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে ২৫৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে ভারত ৪ উইকেটে ২৬২ রান তুলে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছে। অক্ষর প্যাটেল ৪ উইকেট ও ৫৭ নট আউট থেকে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

আড়াইশো রানের সামনে ভারত ভালই শুরু করেছিল। অষ্টম ওভারে বিনা উইকেটে ৪৩। কিন্তু ঠিক তখনই আউট হয়ে যান রোহিত (১১)। ৫ রান বাদে বিরাটও (৫)। রোহিত ২১ বল উইকেটে ছিলেন। যার অর্থ পেস-বাউন্স বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু জোফ্রাকে যে শট খেলে ফিরে গেলেন সেটা আশ্চর্যের। হাফভলির কাছাকাছি বল ছিল। তিনি মিড অফের উপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বড্ড ক্যাজুয়াল প্রয়াস। আর একটু জোরে মানলে হ্যারি ব্রুকের উপর বেরিয়ে যেত। আর বিরাট (৫) পা না বাড়িয়ে মিড উইকেটে ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন। লাইন মিস করে এলবি।

কিন্তু এরপরও ভারত জিতল। আর সেটা দাপটের সঙ্গে। ঠিক যেভাবে টি-২০ সিরিজে ইংল্যান্ড জিতেছিল। এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে প্রাথমিকভাবে শুভমনের জন্য। তিনি ৮৫ বলে ৮০ করার পর হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরায় বেরিয়ে যান। এরপর শ্রেয়স (৩৫) ও রাহুল (১) তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার পর কিছুটা চাপ এসেছিল। যা অক্ষর প্যাটেল (৫৭ নট আউট) আর ওয়াশিংটন সুন্দর (৫২ নট আউট) কাটিয়ে দেন। এই দু'জনের অসমাপ্ত জুটিতে জয়ের রান উঠে এসেছে। জয় এসেছে ২৮ বল বাকি রেখেই।

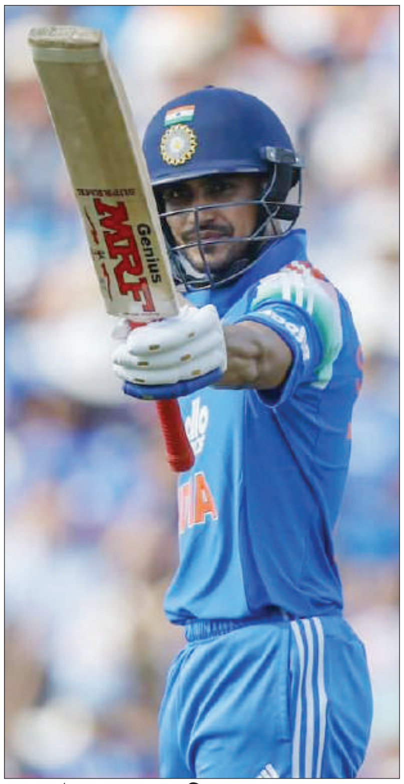

এজবাস্টনে জয়ের কারিগর শুভমন।

প্রশ্ন হল, ব্রুক কি এজবাস্টন উইকেটের চরিত্র জানেন না? খামোখা টসে জিতে আগে ব্যাট করতে গেলেন কেন? এই উইকেটের ইতিহাস বলে বল জোরে আসে। বাউন্স করে। ইংল্যান্ডে খেলা হলে সুইং তো হবেই। তো যেটা হল ব্রুকদের অর্ধেক ইনিংস গুটিয়ে গেল ৮০ রানে। তাও বেন ডাকেট ৪৩ রান করে না গেলে এও হত না।

আশ্চর্যের যে, ব্রুকদের ইনিংসে জসপ্রীত বুমরার ধাক্কা সেভাবে লাগেনি। তিনি শুধু কাজের কাজ করে যান ব্রুককে (১) ফিরিয়ে। বাকিটা করেছেন প্রসিধ কৃষ্ণ ও গুরনুর ব্রার। প্রথম জনের ৫০ রানে ২ উইকেট। পরের জনের ৬১ রানে ২ উইকেট। ইংল্যান্ড ইনিংসে ডাকেট ও ব্রুক ছাড়া বাকিদের রান এইরকম, জেকব বেথেল ১৪, জস বাটলার ৫, স্যাম কারেন ০, উইল জ্যাকসের ২০।

১০৭/৬ থেকে ইংল্যান্ডকে কিছুটা স্বস্তি দেন জো রুট (৭৬ নট আউট) ও লিয়াম ডসন (৬৮)। ১২১ রানের জুটি গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে।

ইংল্যান্ড যে শেষপর্যন্ত ২৫৮ রান তুলতে পেরেছে সেটা এদের জন্য। শেষমেশ ৪৭.৫ ওভারে ইংল্যান্ড ২৫৮ রান করেছে। যেটা একসময় ভাবাই যাচ্ছিল না। এতদিন বাদে একদিনের ক্রিকেটে ফেরা বুমরাকে এদিন ৯ ওভার বল দিয়েছেন শুভমন। তিনি ৩১ রানে ১টি উইকেট নেন। তবে ইংল্যান্ড ইনিংসের শেষদিকে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি ৬২ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

সিমিওনের ছাত্র নাচো ইস্টবেঙ্গলে

প্রতিবেদন : কেভিন সিবিল্লেকে ধরে রাখতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। তাঁর বিকল্প চূড়ান্ত করে ফেলল আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ইগনাসিও 'নাচো' মনসালভে ভিসেন্তেকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। নতুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পরামর্শেই নাচোকে দলে নিল ক্লাব। ভারতীয় ফুটবলে নতুন ৩২ বছরের এই সেন্টার ব্যাক।

কয়েকদিন আগেই গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে দাপুটে পারফরম্যান্স করা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি রামিরেজকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার দ্বিতীয় বিদেশি হিসেবে স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক নাচোর নাম ঘোষণা করল মশালবাহিনী। দানি-নাচো জুটির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লাল-হলুদ সমর্থকরা।

স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের কেরিয়ার শুরু অ্যাটলেটিকোতেই। ২০১৬ সালে স্পেনের ক্লাবটির সিনিয়র দলের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেন। দিয়েগো গোদিন, হোসে জিমেনেজ, স্তেফান সাভিচ চোটের কারণে না থাকায় লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে অভিষেক ঘটে নাচোর। কিন্তু এরপর আর সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ পাননি। পোল্যান্ডের এলকেএস লোদসে খেলেছেন, সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন রামিরেজ। পোলিশ ক্লাবে কিবু ভিকুনার কোচিংয়েও খেলেছেন নাচো। আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি কেভিনের অভাব পূরণ করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন দলের অধিকাংশ বিদেশিই দল ছেড়েছেন। ফলে বিদেশি কোটা নতুন পূরণ করতে হচ্ছে। ইনভেস্টর ইমামির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের গাঁটছড়ার ভবিষ্যৎ এখনও স্পষ্ট নয়। ক্লাব কর্তারাই অর্থের সংস্থান করে দল গড়ছেন। জানা গিয়েছে, বাকি তিন বিদেশিও চূড়ান্ত। এদিকে, বুধবার কলকাতা লিগে বিধাননগর পুরসভা স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ দুপুর ৩টেয়।

নিলামে উঠবে শাকিরার পোশাক ও মেসির জার্সি

নিউ ইয়র্ক, ১৪ জুলাই : চলতি বিশ্বকাপের এবার চলে যাচ্ছে নিলামে। ফাইনালের ব্যবহৃত ম্যাচ বল, পপস্টার শাকিরার পারফরম্যান্সের পোশাক, লিওনেল মেসির সই করা জার্সি-সহ নানা মূল্যবান স্মারক বিক্রি করবে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত নিলাম প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টিজ। নিলামে পাওয়া অর্থ ব্যয় করা হবে বিশ্বের শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নে।

মঙ্গলবার নিলাম সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বকাপের অফিসিয়াল গান 'দাই দাই'-এর মিউজিক ভিডিওতে কলম্বিয়ান পপ তারকা শাকিরা যে হলুদ ক্রপ টপ ও ট্রাউজার পরেছিলেন, সেটি নিলামে উঠবে। এছাড়াও নিলামে বিক্রি হবে বিশ্বকাপের বেশ কয়েকটি ম্যাচ বলও। এর মধ্যে রয়েছে আগামী ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ব্যবহৃত বল এবং গত মাসে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচের বল। এছাড়া নিলামে থাকছে মেসির সই করা আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপের জার্সি এবং আমেরিকা জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সই করা একটি জার্সিও।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপ ফাইনালের হাফ টাইমে পারফর্ম করবেন শাকিরা, ম্যাডোনা-সহ আরও অনেক তারকা। ১১ মিনিটে এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ জাস্টিন বিবার। নিলাম সংস্থা আরও জানিয়েছে, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শাকিরা যে পোশাক পরে পারফর্ম করবেন, সেই পোশাকও নিলামে উঠবে। এই অনলাইন নিলাম শুরু হবে আগামী ২২ জুলাই এবং চলবে এক সপ্তাহ।

জয়ী সিন্ধু

টোকিও, ১৪ জুলাই : অনেকদিন পর কোর্টে ফিরেই জয় পেলেন পিভি সিন্ধু। মঙ্গলবার ভারতীয় তারকা জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। প্রথম রাউন্ডে সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মালয়েশিয়ার ওং লিং চিন। খুব সহজেই ২১-১৪, ২১-১১ গেমে ম্যাচ পকেটে পোরেন সিন্ধু। পরের রাউন্ডে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকার প্রতিপক্ষ চিনা শাটলার হান ইয়ু। এদিকে, পুরুষদের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। ডেনমার্কের জুটির বিরুদ্ধে প্রথম গেম ১৯-২১ পয়েন্টে হারের পর, সাত্ত্বিকের কাঁধের চোটের কারণে ম্যাচ ছেড়ে দেন ভারতীয় জুটি।

পিছিয়ে পড়েও তিন পয়েন্ট মহামেডানের

গোলদাতা ফারদিনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস।

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের পর মহামেডান। কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল ময়দানের অন্যতম প্রধান। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ৩-১ ব্যবধানে রেনবোর বিরুদ্ধে জিতল মহামেডান।

চলতি মরশুমে ময়দানে ফিরেছে কলকাতা লিগ। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলতে নামলেও শুরুতেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। জোজোর গোলে এগিয়ে যায় রেনবো। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ ফেরে মহামেডান। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভেঙে গোল করে সাদা-কালো ব্রিগেড। গোলগুলি করেন জুয়েল আহমেদ, ফারদিন আলি মোল্লা এবং ইসরাফিল দেওয়ান।

ঘরোয়া লিগে প্রথম ম্যাচ জিতে অনেক দিন পর মহামেডানে খুশির হাওয়া। তবে সংকট এখনও কাটেনি। ক্লাবের প্রশাসনিক কাঠামোয় বদল হলেও ইনভেস্টর সমস্যা মেটেনি। আসন্ন মরশুমে ক্লাব আইএসএলে খেলবে নাকি আই লিগে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কলকাতা লিগে ভাল করাই লক্ষ্য দলের।

১৪

১৫ জুলাই ২০২৬

বুধবার

মাঠে ময়দানে

15 July, 2026 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফিট ডেকলান রাইস, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই খেলবেন ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার

দল ঐক্যবদ্ধ, বিতর্ক উড়িয়ে কেন

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আগে এককাট্টা ইংল্যান্ড শিবির। কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পরেও, কোচ টমাস টুহেল ও জুড বেলিংহ্যামের সংঘাতে যে অশান্তির কালো মেঘ জমেছিল। তা কার্যত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন হ্যারি কেন।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলছেন, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। কোচ ও বেলিংহ্যামের মধ্যে কোনও দূরত্ব তৈরি হয়নি। আমরা পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল অনেকটা যুদ্ধের মতো। তার আগে বিভিন্ন বিষয় তুলে বিভাজনের চেষ্টা করাটা খুব সহজ। তবে আমরা পাত্তা দিচ্ছি না। কারণ মাঠের বাইরের খবরে কান দেওয়ার সময় এখন নয়। বরং স্বপ্নপূরণের কঠিন লড়াইয়ে গোটা দল ফোকাস করছে।

যাবতীয় বিতর্কে ইতি টেনে কেন আরও বলেন, আমার মতে, যারা খেলতে নামে তাদের থেকে ভাল সেই পরিবেশ কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু কোচ কী বলেছে সেটাও বুঝতে হবে। কোচ আমাদের মানসিকতা নিয়ে বলেছে। সব সময় একই রকম মানসিকতা ধরে রাখা মুশকিল। কিন্তু জিততে গেলে সেই মানসিকতা রাখতেই হবে। তাঁর সংযোজন, বেলিংহ্যামের দিকটাও আমরা বুঝতে পারছি। একটা এত কঠিন ম্যাচের পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি কেউ এত কঠিন প্রশ্ন করে, তা হলে বিরক্ত লাগা স্বাভাবিক। আমরা সকলেই এই সময়টার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। খুব কঠিন পরিস্থিতি হয়।

বিতর্ক তৈরির জন্য ব্রিটিশ মিডিয়াকে একহাত নিয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, সমস্যা তৈরি করা খুব সহজ। আমার মনে হয় ইংরেজ মানসিকতা এর জন্য দায়ী। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম এমন প্রশ্ন করে, যাতে বিভাজন তৈরি হয়। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা সকলে এক হয়ে খেলছি। ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফ সকলে একটা দল হয়ে খেলছি। আমাদের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই।

এদিকে, প্রথমবার লিওনেল মেসির বিরুদ্ধে খেলবেন, এটা ভেবেই উত্তেজিত ইংল্যান্ডের গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড। তিনি বলছেন, মেসির বিরুদ্ধে এই প্রথমবার মাঠে নামব। এটা ভেবেই রোমাঞ্চিত। ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখে বড় হয়েছি। এতগুলো বছর পর ওর বিরুদ্ধে মাঠে নামা বিশেষ অনুভূতি। তবে একা মেসি নয়। পুরো আর্জেন্টিনা দলকে নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। কারণ ওরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। এবারও দারুণ শক্তিশালী দল নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে।

সতীর্থদের সঙ্গে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মহড়ায় হ্যারি কেন। বুধবার রাতে আটলান্টায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচ।

রেফারির রহস্যমৃত্যু

রটারডাম, ১৪ জুলাই : এক কিশোরকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে বিশ্বকাপের রেফারি প্যানেল থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলেছিল ফিফা। নেদারল্যান্ডসের সেই বিতর্কিত রেফারি রব ডিপারিঙ্কের আচমকা মৃত্যু নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। ডাচ ফুটবল সংস্থার জানিয়েছে, ৩৮ বছরের ডিপারিঙ্কের মৃত্যুর কারণ অজানা। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিলে উয়েফা কনফারেন্স লিগে ক্রিস্টাল প্যালেস বনাম ফিওরেন্টিনা ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন ডাচ রেফারি। তখনই তাঁকে এক কিশোরকে যৌন হেনস্থার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে সেই অভিযোগ যদিও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। তবুও বিশ্বকাপের রেফারিদের তালিকা থেকে ডিপারিঙ্ককে সরিয়ে দেয় ফিফা। ফিফার সিদ্ধান্তে তিনি হতাশ বলে জানিয়েছিলেন ডাচ রেফারি। এরপরেই তাঁর মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত ফুটবল দুনিয়া।

রাজকীয় সংবর্ধনা পেলেন হালান্ডরা

ওসলো, ১৪ জুলাই : ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের ফিরেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল নরওয়ে। সাত গোল করে সবার নজর কেড়েছেন আর্লিং হালান্ড। দেশে ফিরে তাই রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলেন হালান্ডরা।

রাজধানী অসলোর গার্ডারমোন বিমানবন্দরে নরওয়ের দলের বিমান অবতরণের পর, 'ওয়াটার স্যালুট' দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। বিমান থেকে নামার সময় হালান্ডের সঙ্গে ছিল একটি ট্যাক্সিডার্মি বা স্টাফ করা রাকুন! বিমানবন্দর থেকে গোটা দলকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় নরওয়ের রাজপ্রাসাদে। ততক্ষণে প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি জনতা ভিড় জমিয়েছিলেন রাজপ্রাসাদের সামনে। রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর, মঞ্চে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন হালান্ডরা। সেখানে ফুটবল দলের সদস্যরা ওঠার পরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে জনতা। 'ভাইকিং রো'-র মাধ্যমে উৎযাপনে মেতে ওঠেন সকলে। নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিলেও এবারের বিশ্বকাপে এখনও অবধি সেরা ফল করেছে নরওয়ে। ব্রাজিলের মতো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে হারিয়েছেন হালান্ডরা। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর হুডখোলা বাসে করে গোটা শহর ঘোরেন নরওয়ে ফুটবল দলের সদস্যরা। রাস্তার দু'পাশে তখন জনসমুদ্র। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বাসে চেপে শহর ঘোরেন হালান্ডরা। এমন অভ্যর্থনা পেয়ে আবেগে ভেসে গিয়েছেন নরওয়ের ফুটবলাররা। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড বলেন, এই অভ্যর্থনা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। আমেরিকার মাঠে এবং দেশে ফিরে আমরা যা ভালবাসা পেয়েছি, তা অবিশ্বাস্য।

হুডখোলা বাসে নরওয়ে ফুটবল দল।

সংঘর্ষ এড়াতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আটলান্টায়

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : ১৯৮২ সালের ফকল্যান্ড যুদ্ধ দু'দেশের সমর্থকদের স্মৃতিতে এখনও টাটকা। তাই আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা আটলান্টা শহরকে। দু'দলের সমর্থকদের সংঘর্ষ এড়াতেই এই পদক্ষেপ।

আটলান্টা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বুধবার ফিফা বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছে আটলান্টা। প্রচুর নাগরিক ও দর্শক আসবেন এই ম্যাচটা দেখতে। তাই শহরজুড়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। অপরাধমূলক কাজ রুখতে এবং ঐতিহাসিক ম্যাচ যাতে সবাই নিরাপদে উপভোগ করতে পারেন, তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

ফিফাও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আশা করি, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোয় এই ঐক্য এবং পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকবে। সব মিলিয়ে এই লড়াই চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে 'হাই-রিস্ক' বা ঝুঁকিপূর্ণ ম্যাচ। তাই কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে আটলান্টা প্রশাসন। ম্যাচের দিন স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েনের পাশাপাশি, পাবগুলো যাতে গভীর রাত পর্যন্ত খোলা না থাকে, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হবে। সব মিলিয়ে কোনও ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার মতো বিশ্বকাপে সাধারণত দুই দলের সমর্থকদের গ্যালারিতে আলাদা করে বসানোর নিয়ম নেই। ফলে বুধবারের ম্যাচ নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই।

আটলান্টা শহরে টহল দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

ক্রোয়েশিয়ার কোচ বিলিচ

জাগ্রেব, ১৪ জুলাই : জ্লাটকো দালিচের পরিবর্ত খুঁজে নিল ক্রোয়েশিয়া। টানা ৯ বছর কোচিং করানোর পর, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতেই দায়িত্ব ছেড়েছিলেন দালিচ। তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে দায়িত্ব নিলেন স্লাভেন বিলিচ। প্রসঙ্গত, ৫৭ বছর বয়সী বিলিচ ২০০৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়া দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। এক বিবৃতিতে বিলিচ বলেছেন, ফুটবলারদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ক্রোয়েশিয়া যাতে ফুটবলের অভিজাত দলগুলোর মধ্যেই টিকে থাকে, তা নিশ্চিত করতে দলে নতুন শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব এখন আমার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

15 July, 2026 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

প্রথমবার মেসির মুখোমুখি, উত্তেজনায় ফুটছেন ইংল্যান্ডের গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড

গনগনে উত্তাপে যুদ্ধের দামামা

আটলান্টায় আজ মহারণ

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : হ্যান্ড অফ গড নিয়ে ইংল্যান্ড যখন উত্তাল, তখন ফ্রেডি মারকুরি এক কাণ্ড ঘটান। কুইন-এর লিড সিঙ্গার ততদিনে 'বোহেমিয়ান র‍্যাপসিডি'তে দুনিয়া মাতিয়েছেন। মেলবোর্ন থেকে ওয়েম্বলি 'মা-মা জাস্ট কিলড আ ম্যান' শুনতে চায়। এই আবহে ফ্রেডি মারাদোনার জার্সি পরে তাঁর সঙ্গে ছবি তোলেন। আর মারাদোনার গায়ে চড়িয়ে দেন ইউকে-র পতাকা-জামা। এ-সবই উত্তেজনার আবহে শান্তির জল ছড়াতে।

শান্তির ছবি অবশ্য কোনওকালে ছিল না। আগেও না, পরেও না। বরং তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে ফকল্যান্ড। '৮২-র যুদ্ধে দুমাস লড়ে হেরে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। মৃত্যু হয়েছে ৮০০ জনের। জ্বালাটা আজও আছে তার প্রমাণ মিশরকে হারিয়ে মেসিদের ড্রেসিংরুমে যে নাচগান হয় তাতে ইংল্যান্ডকে খোঁচা দিয়ে বিস্তর গান হয়েছে। তখনও সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে খেলতে হবে কনফার্ম হয়নি। কিন্তু হতে পারে ভেবেই গনগনে উত্তাপের আঁচ ছড়াতে শুরু করেছিল।

আর একটা ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে সেই ছবিটাই সামনে আসছে যা চিরকালীন। লিয়ো মেসি বলেছেন, এটা স্পেশাল ম্যাচ। হ্যারি কেন জনে জনে ডেকে বলছেন, ভাইসব, আমাদের লড়ে যেতে হবে। যতদূর যেতে হয় যাব। রবি ফাউলের নিদান দিয়েছেন, এটাই ফুটবলের সেরা লড়াই। মেসি এই প্রথম ইংল্যান্ড ম্যাচ খেলবেন। কিন্তু টের পেতে শুরু করেছেন কী বিষম বস্তু! ফাইনাল বা কাপ হাতে পোজ দেওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার, আগে এই চাপটা তাঁকে সামলাতে হবে।

এমন ম্যাচে কাণ্ডও ঘটে বটে। যেমন দিয়েগো সিমিওনেকে লাথি মেরে লাল কার্ড দেখেন এভার ক্লিন ডেভিড বেকহ্যাম। তার আগে মেক্সিকোতে হ্যান্ড অফ গড। দাঁড়ান, কাহিনি আরও পুরোনো। তাতে ইংল্যান্ড যদি চটেই থাকে তা হলে অন্যায় নেই। '৬৬-র কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ১-০ জিতেছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনা এমন পা চালিয়ে খেলে যে ইংল্যান্ড ম্যানেজার অ্যালফ র‍্যামসে বলেছিলেন, ওরা জানোয়ার! সেই দলের ডিফেন্ডার জর্জ কোহেন ২০০৯-এ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ট্যাকল ঠিক আছে, কিন্তু ওরা থুতু ছিটিয়েছে। প্যান্ট ধরে টেনেছে। কান টেনেছে। যতটা উত্যক্ত করা যায় আর কি!

মেসি সুইজারল্যান্ড ম্যাচের পর রেফারিকে কড়া ধাঁতানি দিয়েছেন। কিন্তু ফুটবল শিল্পীর জন্য ইংল্যান্ড ম্যাচ শান্তির না-ও হতে পারে। যেহেতু টমাস টুহেল একটা মেসির জন্য দু-তিনজন গার্ড লাগিয়ে দেবেন। মেসির অবশ্য সুবিধা হল এখন মারাদোনা জমানা নয়। মারাদোনা বল ধরলেই কাঁচি চলত। অর্থাৎ আড়াআড়ি ট্যাকল। এখন মেসিদের জন্য রেফারি, ভার প্রযুক্তির নিরাপত্তা রয়েছে। তবু তিনি মেসিই। একটু সুযোগ পেলেই সাড়ে সব্বনাশ! টুহেল নিশ্চয়ই বক্সের কাছে ঘেঁষতে দেবেন না আর্জেন্টিনা অধিনায়ককে।

আটলান্টায় ম্যাচের দিন ঝড়বৃষ্টি, টর্নেডোর পূর্বাভাস রয়েছে। এই মাঠের উপরে অবশ্য ছাউনি আছে। তবু বৃষ্টি-বাদলাতে প্রস্তুতি মার খাবে। মেসিরা আগেভাগে শহরে পা রেখেছেন। কিন্তু দুটো দলই যেহেতু এখানে ম্যাচ খেলে ফেলেছে তাই মানিয়ে নেওয়ার দায় নেই। এদিকে, আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফিফার সাহায্যের হাত বাড়ানো নিয়ে চতুর্দিকে আওয়াজ আসছে। তাতে কোচ স্কালোনি খুব চটেছেন। এইসব ম্যাচের আগে মাথাগরম করে লাভ হয় না। টুহেল যেমন বেলিংহ্যামের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সবকিছু এত সহজে মেটে না। '৮৬-র ঘটনার ১৯ বছর পর ইংল্যান্ড গোলকিপার পিটার শিলটনের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন মারাদোনা। কিন্তু শিলটন ক্ষমা করেননি। ইংল্যান্ড সেই হারে বিদায় নিয়েছিল। আর্জেন্টিনা জার্মানিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। শিলটন ক্ষমা করবেন কেন!

এরমধ্যে গত শনিবার '৬২-র বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হওয়া আর্জেন্টিনা দলের এক সদস্য র‍্যাটিন প্রয়াত হয়েছেন। আর ক'টা দিন বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন, সেকাল আর একালের কোনও তফাত নেই। ক্ল্যাশ অফ দ্যা টাইট্যান্স আগে যা ছিল এখনও তাই। দিন যায়, বিশ্বকাপ আসে। কিন্তু ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা এক বিন্দুতে থেমে গিয়েছে।

'ইতিহাস মাথায় নেই, শুধুই ফুটবল ম্যাচ'

আটলান্টা, ১৪ জুলাই : দশক-জোড়া বিতর্ক, নাটকীয়তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনায় মোড়া বৈরিতা ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা দ্বৈরথে। তা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি মহারণের আগে জোর দিয়ে জানিয়ে দিলেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ম্যাচে ফুটবলের বাইরের কোনও বিষয় জড়িয়ে থাকবে না। এটা শুধুই একটা ফুটবল ম্যাচ।

ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ১৯৬৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে আর্জেন্টিনার পরাজয় দিয়ে। যা ছিল বিতর্কের বারুদে ঠাসা। মাত্র চার দিন আগেই সেই বিতর্কিত ম্যাচের অন্যতম চরিত্র আর্জেন্টিনার আন্তোনিও রাতিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যাঁকে জার্মান রেফারির মাঠ থেকে বের করে দেওয়া নিয়েই যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী কোচ স্যার অ্যাল্ফ র্যা মসে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের 'অ্যানিম্যাল' সম্বোধন করে আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন। এরপর ১৯৮২-র 'ফকল্যান্ড' দ্বীপের দখলদারি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ এবং চার বছর পর '৮৬ বিশ্বকাপে দিয়েগো মারাদোনার কুখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড' গোলের ঘটনায় বিতর্কের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। গোটা দেশকে তাতিয়ে দিয়েছিল মারাদোনার মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বরের হাতের গোলটি আসলে ফকল্যান্ড যুদ্ধে নিহত আর্জেন্টিনীয় সেনাদের হয়ে বদলা। মারাদোনার রাস্তায় অবশ্য হাঁটছেন না স্কালোনিরা। আর্জেন্টিনার কোচের কথায়, ম্যাচে অন্য কিছু খোঁজার দরকার নেই। এটি একটি ফুটবল ম্যাচ। আমরা দুর্দান্ত একটি দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি, যাদের ভাল একজন কোচ আছেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। শত্রুদেশের বিরুদ্ধে প্রথমবার মাঠে নামবেন লিয়োনেল মেসি। তাঁকে ঘিরেই স্কালোনির যাবতীয় অঙ্ক। ইতিহাস ভুলে শুধুই ম্যাচে ফোকাস আর্জেন্টিনা শিবিরের। রক্ষণে ফাঁকফোকর মেরামতের কাজ করছেন স্কালোনি। প্র্যাকটিসে দুটো ফর্মেশন (৪-৪-২ এবং ৪-৩-৩) পরখ করে নিয়েছেন। প্রথম এগারোয় পরিবর্তন হতে পারে।

(আটলান্টা, রাত ১২.৩০)
সরাসরি স্পোর্টস ইউনাইট ৮

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

ছবিতে বিশ্বকাপ